একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ পায়।

শিক্ষার্থীরা যা জানবে

- সার্কের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।
- জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কমনওয়েলথের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
- ওআইসির গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

সার্ক (SAARC) : সার্কের পুরো নাম দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation)। শুরুতে এটি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক : সার্কের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা–বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ : তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ–আলোচনার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক : বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। আবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা : বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৫টি দেশে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

কমনওয়েলথ : কমনওয়েলথ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেন এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটেন ও এর পূর্বতন অধীনস্ত দেশসমূহ এর সদস্য। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩।

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ : স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়।

বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে এর প্রতিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) : বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি। এর পুরো নাম Organization of Islamic Co-operation (OIC)। বাংলায় একে বলা হয় 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা'।

বাংলাদেশ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থা : বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির সদস্যপদ পায়। এই সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন– ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে। ইরান–ইরাক যুদ্ধ বন্ধে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়েছে।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **OIC গঠিত হয় কত সালে?**
ক ১৯৩৯ খ ১৯৪৯ ● ১৯৬৯ ঘ ১৯৭২

২. **জাতিসংঘের কোন পরিষদটি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে?**
ক সাধারণ পরিষদ ● নিরাপত্তা পরিষদ
গ অছি পরিষদ ঘ আন্তর্জাতিক আদালত

৩. **আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় কাজ করে–**
i. নিরাপত্তা পরিষদ
ii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
iii. আন্তর্জাতিক আদালত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ● i ও iii

ডায়াগ্রামটির আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

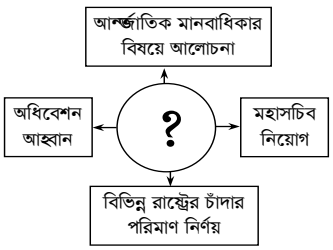

৪. **'?' চিহ্নের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা কোনটি?**
● সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ গ কমনওয়েলথ ঘ সার্ক

৫. **উক্ত সংস্থাটি–**

i. প্রত্যেক বছর একজন সভাপতি নির্বাচিত করে
ii. ২ বছর পর পর একজন সভাপতি নির্বাচন করে
iii. নতুন সদস্য রাষ্ট্র গ্রহণের অধিকার রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● i ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ জাতিসংঘ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা

হাসান সাহেব ও হাকিম সাহেব তাদের গ্রাম সূর্যনগরে দুইটি ভিন্ন সংস্থা গঠন করেন।

হাসান সাহেবের সংস্থাটির নাম 'শান্তি সংস্থা'। এর গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	হাকিম সাহেবের সংস্থাটির নাম 'বাগমারা সমবায় সমিতি'। এর গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১. হাসান সাহেব সংস্থার মহাসচিব। তাঁর সংস্থার প্রাথমিক সদস্য ২৩।	১. হাকিম সাহেব সমিতির মহাসচিব। তাঁর সংস্থার প্রাথমিক সদস্য ৫০।
২. এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয়ন করা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।	২. গ্রামের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক সমিতির সদস্য।
	৩. অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলার উন্নয়নসহ পাঠাগার, খেলাধুলার ক্লাব গড়ে তোলা।

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী?
খ. 'অছি এলাকা' কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. হাসান সাহেবের 'শান্তি সংস্থার' সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হাকিম সাহেবের সংস্থার সাথে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের অনেক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় – এর সত্যতা নিরূপণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC–এর পূর্ণরূপ হচ্ছে South Asian Association for Regional Co-operation।

খ বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের।

গ উদ্দীপকের হাসান সাহেবের শান্তি সংস্থার সাথে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। উদ্দীপকে উলিরখিত হাসান সাহেবের শান্তি সংস্থার প্রাথমিক সদস্য ২৩। তদ্রূপ শুরবতে ২৩ সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরব করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রবর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া ওআইসির আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে। যেমন : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা; ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা; মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা করা; অনুরূপভাবে উদ্দীপকে হাসান সাহেবের সংস্থাটিও মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয়নে কাজ করে। আবার সংস্থাটি সাম্প্রদায়িকতার বিরবদ্ধে অবস্থান নেয় এবং শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখে। ওআইসির উদ্দেশ্যের মাঝেও আমরা দেখি, বর্ণবৈষম্যবাদ বিলোপ করা; আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমর্থন করা; সংস্থাভুক্ত সকল দেশ ও অন্যান্য দেশের সাথে সৌহার্দ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের হাসান সাহেবের শান্তি সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসির উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে।

ঘ হাকিম সাহেবের সংস্থার নাম বাগমারা সমবায় সমিতি। হাকিম সাহেব সমিতির মহাসচিব। তার সংস্থার প্রাথমিক সদস্য ৫০। গ্রামের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক সমিতির সদস্য। এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলার উন্নয়নসহ পাঠাগার, খেলাধুলার ক্লাব গড়ে তোলা। এর মধ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের অনেক প্রতিফলন লব করা যায়। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি–ধর্ম–বর্ণ, ভাষা ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

সুতরাং হাকিম সাহেবের সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের অনেক প্রতিফলন লব করা যায়।

প্রশ্ন– ২ সার্ক ও কমনওয়েলথ

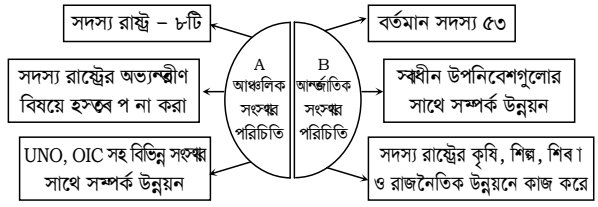

ক. জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন কয়টি?
খ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব জাতিসংঘের কোন শাখার–ব্যাখ্যা কর।
গ. ডায়াগ্রামটিতে 'A' কোন আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিচ্ছবি–ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'B' আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ছয়টি।

খ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

গ ডায়াগ্রামটিতে 'A' আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের প্রতিচ্ছবি। সার্কের পুরো নাম দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Co-operation)। শুরুতে এটি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। বর্তমানে এর

সদস্যসংখ্যা ৮ পরবর্তীতে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হলে উদ্দীপকের 'A' সংস্থাটিরও সদস্য রাষ্ট্র ৮। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়াও সার্ক গঠনের আরও কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন; অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া; যেমন : উদ্দীপকে 'A' সংস্থার ক্ষেত্রে উলিরখিত হয়েছে, UNO, OIC সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। আবার সার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা যা উদ্দীপকের 'A' সংস্থারও উদ্দেশ্য। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'A' আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের প্রতিচ্ছবি

ঘ 'B' ডায়াগ্রামটিতে বর্ণিত তথ্য থেকে আমরা বুঝি, এটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথকেই নির্দেশ করছে। কেননা, কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও গঠনের সাথে B ডায়াগ্রামটির বর্ণনা মিলে যায়। স্বাধীনতা লাভের পর পরই ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোককে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছে। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের প্রতি উদার মনোভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে এর প্রতিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। কমনওয়েলথের নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। এর ফলে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাথে কমনওয়েলথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের সাথে কমনওয়েলথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সার্কের সদস্য দেশের সংখ্যা কত? [স. বো. '১৬]
ক পাঁচ খ ছয় গ সাত ● আট

২. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে কত সালে? [স. বো. '১৬]
ক ১৯৭২ ● ১৯৭৪ গ ১৯৭৬ ঘ ১৯৮০

৩. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন কোনটি? [স. বো. '১৬]
ক জাতিসংঘ ● ওআইসি গ সার্ক ঘ কমনওয়েলথ

৪. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? [স. বো. '১৬]
ক যুক্তরাজ্যের খ যুক্তরাষ্ট্রের গ দক্ষিণ কোরিয়ার ● নরওয়ের

৫. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে? [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জাতিসংঘ ● কমনওয়েলথ গ ওআইসি ঘ সার্ক

৬. সার্কের সাথে বাংলাদেশের কেমন সম্পর্ক রয়েছে? [বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক দা–কুমড়া ● নিবিড় গ তিক্ত ঘ হ–য–ব–র–ল

৭. ওআইসি গঠিত হয় কখন? [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়]
ক ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ খ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
● ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ঘ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

৮. ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয় কখন? [গ্রিন ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]
ক ১৯৯৮ সালে ● ১৯৯৯ সালে
গ ১৯৭৩ সালে ঘ ১৯৭৪ সালে

৯. কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়? [হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
ক আঞ্চলিক সম্পর্ক ● পারস্পরিক সহযোগিতা
গ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ঘ পারস্পরিক লেনদেন

১০. সার্ক গঠনের মূল লক্ষ্য কী ছিল? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● সদস্য দেশগুলোর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান
খ আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়ন
গ বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণ
ঘ মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

১১. জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জাতিসংঘের প্রধান বিচারপতি
খ নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান
● জাতিসংঘের মহাসচিব
ঘ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

১২.

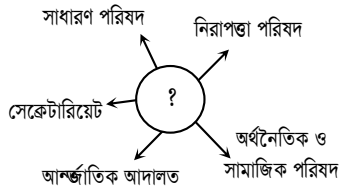

'?' স্থানে কী হবে? [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরপুর]
● জাতিসংঘ খ আসিয়ান গ সাফটা ঘ সাপটা

১৩. মহাসচিব নিয়োগ, বাজেট পাস, নতুন সদস্য গ্রহণ জাতিসংঘের কোন শাখার কাজ? [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]
ক অছি পরিষদের ● সাধারণ পরিষদের
গ নিরাপত্তা পরিষদের ঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের

১৪. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠানের? [দি বাড্স রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার]
ক ওআইসি ● জাতিসংঘ
গ আন্তর্জাতিক আদালত ঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

১৫. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন প্রতিষ্ঠানকে তুমি উপযুক্ত মনে করবে? [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
● জাতিসংঘকে খ কমনওয়েলথকে
গ ওআইসিকে ঘ ইইউকে

১৬. বাংলাদেশ ১৯৭৯–৮০ সালে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে। কিন্তু বাংলাদেশ সেখানে ব্রিটেন, ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভূমিকা রাখতে পারেনি কেন? [সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী]
ক বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ বলে
খ বাংলাদেশ সার্কের সদস্য বলে
গ বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম বলে
● বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য বলে

১৭. বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন সার্থক হয়েছে কেন?

[আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
● আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য
ⓚ চাঁদার পরিমাণ কম দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য
ⓖ অতর্কিত হামলা থেকে রেহাই পাওয়া
ⓘ বিশ্বের নিকট পরিচিতি লাভ করার জন্য

১৮. বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কোন দিক দিয়ে প্রথম স্থান দখল করে আছে? [বিএএফ শাহী কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা]
ⓚ সেনাবাহিনীর কৌশলের দিক দিয়ে
ⓚ সেনাবাহিনীর ব্যর্থতার দিক দিয়ে
● সেনাবাহিনীর সংখ্যার দিক দিয়ে
ⓘ সেনাবাহিনীর ব্যয়ভারের দিক দিয়ে

১৯. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে কেন? [আল আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
ⓚ ব্রিটিশদের ইচ্ছা
ⓚ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে
ⓖ ব্রিটিশদের ক্ষমতা কমে যাওয়ায়
● শাসিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির ফলে

২০. কার ওপর কমনওয়েলথের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত? [শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ব্রিটেনের রানি ● মহাসচিব
ⓖ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ⓘ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট

২১. ওআইসি বিশ্বের কোন দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন? [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ইহুদিপ্রধান ⓚ হিন্দুপ্রধান ⓖ খ্রিস্টানপ্রধান ● মুসলিমপ্রধান

২২.

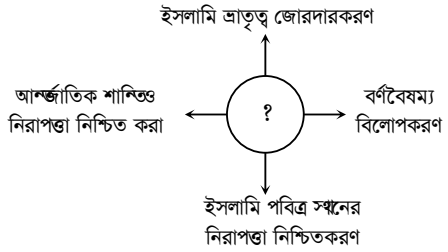

'?' স্থানে কী হবে? [সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী]
ⓚ জাতিসংঘ
● অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো–অপারেশন
ⓖ কমনওয়েলথ
ⓘ সার্ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. সার্কের সদস্য দেশ– [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. নেপাল ii. তাইওয়ান
iii. ভুটান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪. সার্কের স্তরে রয়েছে– [বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
i. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন ii. স্ট্যান্ডিং কমিটি
iii. সার্ক সচিবালয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫. সার্ক সম্মেলনের মধ্যে রয়েছে– [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
i. অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন
ii. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন
iii. রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সম্মেলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য– [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বিশ্ব শান্তি রক্ষা করা
ii. আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা
iii. ধর্ম প্রচার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৭. জাতিসংঘের শাখা– [সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী]
i. সাধারণ পরিষদ ii. ওআইসি
iii. অছি পরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮. আন্তর্জাতিক আদালত– [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত
ii. বিচারকের কাজের মেয়াদকাল ৯ বছর
iii. সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ বিচারকদের নির্বাচিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যরাষ্ট্র। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর লক্ষ্যে কাজ করে– [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
i. কৃষিক্ষেত্রে ii. শিক্ষার ক্ষেত্রে
iii. প্রযুক্তির ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০. কমনওয়েলথ–এর বৈশিষ্ট্য হলো– [সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী মেহেরপুর]
i. এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা
ii. এর সদর দপ্তর প্যারিসে
iii. এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মায়ানমার বাংলাদেশের একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সমুদ্রসীমা নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সমুদ্র সীমানাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে। [স. বো. '১৫]

৩১. বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করে?
ⓚ সাধারণ পরিষদ ⓚ নিরাপত্তা পরিষদ
● আন্তর্জাতিক আদালত ⓘ অছি পরিষদ

৩২. উক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো–
i. বিশ্বশান্তি রক্ষায় সহায়ক
ii. আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করে
iii. আইনের ব্যাখ্যা দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের ডায়াগ্রামটির আলোকে ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

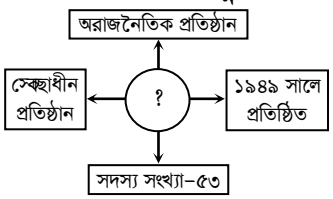

৩৩. "?" চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? [স. বো. '১৫]
ⓚ সার্ক ⓚ ওআইসি ● কমনওয়েলথ ⓘ জাতিসংঘ

৩৪. উক্ত সংস্থাটি ভূমিকা রাখে–
i. বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে ii. শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে
iii. আর্থসামাজিক উন্নয়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এটি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ছয়টি গুরবত্বপূর্ণ শাখা একইভাবে বিশ্ববাসীর উন্নয়নে অবদান রাখে।

[আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]

৩৫. উদ্দীপকে যে সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৩৯ খ ১৯৪১ ● ১৯৪৫ ঘ ১৯৫১

৩৬. উদ্দীপকে উলিরখিত সংস্থা যেসব মৌলিক বিষয়ে ভূমিকা পালন করে–
i. বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি
ii. আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরবদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
iii. বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. পৃথিবী কীসের নাম? (অনুধাবন)
ক উপগ্রহ ● গ্রহ গ ভূত্বক ঘ স্থলভাগ

৩৮. মহাদেশ কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৫ খ ৬ ● ৭ ঘ ৮

৩৯. বিশ্বে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক সংগঠন গড়ে উঠেছে কেন? (প্রয়োগ)
● বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনে
খ বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে
গ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রয়োজনে
ঘ বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০. বিশ্বের দেশগুলো– (অনুধাবন)
i. স্বাধীন ii. একা চলে
iii. সার্বভৌম ৰমতার অধিকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. বিশ্বের সহযোগিতামূলক সংগঠন– (অনুধাবন)
i. সার্ক ii. কমনওয়েলথ
iii. জাতিসংঘ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪২. স্বাধীন ও সার্বভৌম ৰমতার অধিকারী হলেও বিশ্বের দেশগুলোর প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)
i. বন্ধুত্ব ii. সম্প্রীতি iii. পারস্পরিক সহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ সার্ক

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২২

At a Glance

- দৰিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হলো– সার্ক।
- সার্ক গঠিত হয়– দৰিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে।
- সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা– ৮টি।
- সার্ক সচিবালয় অবস্থিত– নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে।
- সার্কের প্রধানকে বলা হয়– সেক্রেটারি জেনারেল।
- ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরব হয়– ১৯৮৫ সালে।
- প্রথম সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেয়– বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. সার্কের পুরো নাম কী? (জ্ঞান)
ক দৰিণ এশীয় অর্থনৈতিক সংস্থা
খ দৰিণ এশীয় রাজনৈতিক বাণিজ্য
গ দৰিণ এশীয় আঞ্চলিক বাণিজ্য
● দৰিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা

৪৪. SAARC-এর পূর্ণরূ প কী? (জ্ঞান)
● South Asian Association for Regional Cooperation
খ South Asian Agriculture for Regional Cooperation
গ South Asian Agriculture for Restricted cooperation
ঘ South Asian Association for Random cooperation

৪৫. সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদেশ কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৫ খ ৬ ● ৭ ঘ ৮

৪৬. কোনটি আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা? (অনুধাবন)
● সার্ক খ জাতিসংঘ
গ কমনওয়েলথ ঘ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা

৪৭. সার্কের প্রথম সম্মেলন কত সালে হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৮৪ ● ১৯৮৫ গ ১৯৮৬ ঘ ১৯৮৭

৪৮. সার্ক কখন গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ৮ নভেম্বর ১৯৮৩ খ ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪
● ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ঘ ৮ মার্চ ১৯৮৬

৪৯. সার্কের প্রথম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক দিল্লিতে ● ঢাকায়
গ কাঠমুণ্ডুতে ঘ মালেতে

৫০. সার্ক সনদ স্বাৰরিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ক ভারতে ● ঢাকায় গ নেপালে ঘ পাকিস্তানে

৫১. বর্তমানে সার্কের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৬ খ ৭ ● ৮ ঘ ৯

৫২. সার্কের অন্তর্ভুক্ত দেশ কোনটি? (জ্ঞান)
ক চীন খ মায়ানমার ● ভুটান ঘ জাপান

৫৩. কোন দেশটি সার্কের সদস্য নয়? (অনুধাবন)
● চীন খ নেপাল গ ভুটান ঘ বাংলাদেশ

৫৪. বর্তমানে কোন দেশটি সার্কের নতুন সদস্য? (জ্ঞান)
● আফগানিস্তান খ ভুটান গ নেপাল ঘ চীন

৫৫. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কয়টি স্তর রয়েছে? (জ্ঞান)
ক ৩ খ ৭ ● ৫ ঘ ৬

৫৬. মিলনকে যদি সার্কের সচিবালয় যেতে হয় তাহলে তাকে কোথায় যেতে হবে? (প্রয়োগ)
● নেপালে খ ভারতে গ ভুটানে ঘ বাংলাদেশে

৫৭. নেপালের রাজধানীর নাম কী? (জ্ঞান)
● কাঠমুণ্ডু খ ইসলামাবাদ গ থিম্পু ঘ হায়দারাবাদ

৫৮. সার্ক সচিবালয় কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক থিম্পুতে খ মালেতে
● কাঠমুণ্ডুতে ঘ দিল্লিতে

৫৯. সার্ক সচিবালয়ের প্রধানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক চেয়ারম্যান খ কমিশনার
● সেক্রেটারি জেনারেল ঘ রিজোনাল সেক্রেটারি জেনারেল

৬০. কত বছর পরপর সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? (অনুধাবন)
● এক বছর খ দুই বছর গ তিন বছর ঘ চার বছর

৬১. 'ক' একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে দৰিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় ১৫০ কোটি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সংস্থাটির নাম কী? (প্রয়োগ)
● সার্ক খ জাতিসংঘ
গ কমনওয়েলথ ঘ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা

৬২. সার্ক দৰিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় কত কোটি জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক? (জ্ঞান)
ক ১২০ খ ১৩০ গ ১৪০ ● ১৫০

৬৩. দৰিণ এশিয়ার দেশগুলো কোন ধরনের? (জ্ঞান)
ক অউন্নয়নশীল ● উন্নয়নশীল
গ উন্নত ঘ অনুন্নত

৬৪. সার্কের মূল লক্ষ্য কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সংস্কৃতির বিকাশ খ আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা
গ রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ● সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক উন্নয়ন

৬৫. জনজীবনের মানোন্নয়ন, আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধি, যৌথ কার্যক্রমের সূচনা, সহযোগিতা ইত্যাদি নিচের কোন প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য? (অনুধাবন)
ক আসিয়ান খ সাপটা গ সাফটা ● সার্ক

৬৬. কয়টি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সার্কের জন্ম ও অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ৬ খ ৭ গ ৮ ● ৯

৬৭. সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ● জনজীবনের মান উন্নয়ন
গ উপনিবেশবাদ বিলোপ করা ঘ আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি

৬৮. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কোনটি? (অনুধাবন)
● সার্ক খ জাতিসংঘ
গ কমনওয়েলথ ঘ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা

৬৯. কোন সংস্থাটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে? (জ্ঞান)
ক কমনওয়েলথ খ জাতিসংঘ
গ ওআইসি ● সার্ক

৭০. সার্কের জন্ম হয় কোন দেশে? (জ্ঞান)
ক ভারতে খ পাকিস্তানে
● বাংলাদেশে ঘ আফগানিস্তানে

৭১. কে প্রথম সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক কামাল হোসেন খ মুহাম্মদ এরশাদ
● জিয়াউর রহমান ঘ শেখ মুজিবুর রহমান

৭২. সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কেন? (অনুধাবন)
ক সার্ক দক্ষিণ এশিয় সংস্থা বলে
● সার্ক গঠনের উদ্যোক্তা দেশ বলে
গ সর্বোচ্চ সাহায্যকারী সংস্থা বলে
ঘ সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান বলে

৭৩. কোন সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৮১ খ ১৯৮২ গ ১৯৮৪ ● ১৯৮৫

৭৪. ১৯৮৫ সালে কার উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কার্যক্রম শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক জিয়াউর রহমান খ শেখ মুজিবুর রহমান
গ এইচ.এম. সায়েম ● হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

৭৫. সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে কোন দেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? (জ্ঞান)
ক নেপাল খ শ্রীলঙ্কা
● বাংলাদেশ ঘ আফগানিস্তান

৭৬. সার্ক গঠনে কোন দেশের অবদান সবচেয়ে বেশি? (অনুধাবন)
ক ভারত খ নেপাল গ পাকিস্তান ● বাংলাদেশ

৭৭. সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য কোন দেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে? (জ্ঞান)
ক ভারত খ মালদ্বীপ গ পাকিস্তান ● বাংলাদেশ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৮. '১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর' দিনটি উল্লেখযোগ্য হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে 'সার্কের' জন্ম হয়
ii. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওআইসির লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন
iii. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. সার্ক একটি– (অনুধাবন)
i. দক্ষিণ এশিয়ার সংস্থা ii. আঞ্চলিক সংস্থা
iii. আন্তর্জাতিক সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮০. সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্র– (অনুধাবন)
i. অত্যন্ত নিবিড় ii. ভিত্তিভূমি
iii. কেবল সদস্য হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার– (অনুধাবন)
i. জনজীবনের মানোন্নয়ন
ii. আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধি
iii. যৌথ কার্যক্রমের সূচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮২. সার্কের সদস্যরাষ্ট্রগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. ভুটান, ভারত ii. নেপাল, মালদ্বীপ
iii. চীন, আফগানিস্তান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৩. সার্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আঞ্চলিক সংস্থা ii. দক্ষিণ এশীয় সংস্থা
iii. সহযোগিতামূলক সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৪. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর স্তরগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. সার্ক সচিবালয়
ii. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন
iii. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৫. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে যেসব কমিটি রয়েছে– (অনুধাবন)
i. স্ট্যান্ডিং কমিটি ii. রিজিওনাল কমিটি
iii. টেকনিক্যাল কমিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. সার্কের উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
ii. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
iii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৭. সার্কের উদ্যোক্তা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সন্ত্রাস দমন ii. মানবপাচার রোধ
iii. যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি দেখে ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৮৮. চিত্রে কোন সহযোগিতামূলক সংস্থার সদর দপ্তর দেখা যাচ্ছে? (প্রয়োগ)
● সার্ক খ জাতিসংঘ
গ ওআইসি ঘ কমনওয়েলথ

৮৯. উক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. এর উদ্যোক্তা বাংলাদেশ ii. বর্তমানে সদস্য দেশ ৮টি
iii. এর সচিবালয় নেপালে অবস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ জাতিসংঘ

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২৩

At a Glance

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল– ১৯১৪ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল– ১৯৩৯ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে– ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা– ১৯৩টি।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক।
- জাতিসংঘের মোট শাখা আছে– ছয়টি।
- জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র– সাধারণ পরিষদের সদস্য।
- জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়– অছি পরিষদের মাধ্যমে।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদর দপ্তর অবস্থিত– নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯০. কত বছরের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ২২ ● ২৫ গ ২৬ ঘ ৩০

৯১. কোনটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল? (জ্ঞান)
ক ১৯১৩–১৯১৫ সাল পর্যন্ত ● ১৯১৪–১৯১৮ সাল পর্যন্ত
গ ১৯১৫–১৯১৮ সাল পর্যন্ত ঘ ১৯১৬–১৯৪৬ সাল পর্যন্ত

৯২. কোনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৮–১৯৪১ সাল পর্যন্ত ● ১৯৩৯–১৯৪৫ সাল পর্যন্ত
গ ১৯৪০–১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ঘ ১৯৪১–১৯৪২ সাল পর্যন্ত

৯৩. জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? (অনুধাবন)
ক বিশ্বকে স্বাধীনতা দেওয়া খ বিশ্বের মানুষকে শিক্ষিত করা
● বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ঘ বিশ্বকে দারিদ্র্যমুক্ত করা

৯৪. জাতিপুঞ্জ কখন গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯১৯ সালে ● ১৯২০ সালে
গ ১৯২১ সালে ঘ ১৯২২ সালে

৯৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় কত সালে? (জ্ঞান)
● ১৯৩৯ খ ১৯৪০ গ ১৯৪১ ঘ ১৯৪২

৯৬. 'জাতিপুঞ্জ'–এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? (জ্ঞান)
ক লিগ অব অর্গানাইজেশন ● লিগ অব নেশনস
গ লিগ অব জাসটিস ঘ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন

৯৭. কোন যুদ্ধে জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়? (জ্ঞান)
ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ● দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
গ রুশ জাপান যুদ্ধ ঘ চীন–জাপান যুদ্ধ

৯৮. "হিরোশিমা ও নাগাসাকি" শহর দুটি কোন দেশে অবস্থিত? (অনুধাবন)
ক রাশিয়া খ যুক্তরাষ্ট্র গ যুক্তরাজ্য ● জাপান

৯৯. কত সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৯ খ ১৯৪০ ● ১৯৪১ ঘ ১৯৪২

১০০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● উইনস্টন চার্চিল খ ন্যাভেলী চেম্বারলেন
গ ডেভিড লয়েড জর্জ ঘ রবার্ট ওয়ালপল

১০১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক ক্যালভিন কোলিজ খ হার্বার্ট ক্লার্ক হোভার
● রুজভেল্ট ঘ হ্যারি এস ট্রুম্যান

১০২. কত সালে জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৪২ খ ১৯৪৩ ● ১৯৪৫ ঘ ১৯৪৬

১০৩. জাতিসংঘের জন্ম হয় কখন? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৯ সালের ২৪ অক্টোবর খ ১৯৪১ সালের ২৪ অক্টোবর
গ ১৯৪৩ সালের ২৪ অক্টোবর ● ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর

১০৪. যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ক্যালিফোর্নিয়া ● সানফ্রান্সিসকো
গ হাওয়াই ঘ লুইসিয়ানা

১০৫. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ওআইসি ● জাতিসংঘ
গ কমনওয়েলথ ঘ সার্ক

১০৬. জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
● ৫০ খ ৫১ গ ৫২ ঘ ৫৩

১০৭. 'ক' একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা শুরুতে যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। সংস্থাটির নাম কী? (প্রয়োগ)
● জাতিসংঘ খ আসিয়ান
গ কমনওয়েলথ ঘ ওআইসি

১০৮. বর্তমানে কতটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য? (জ্ঞান)
ক ১৫৮ ● ১৯৩ গ ১৯৪ ঘ ১৯৯

১০৯. জাতিসংঘের সদরদপ্তর কোন দেশে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ব্রিটেনে ● যুক্তরাষ্ট্রে গ ফ্রান্সে ঘ রাশিয়ায়

১১০. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায়? (জ্ঞান)
ক ঢাকায় খ ওয়াশিংটনে গ ম্যানিলায় ● নিউইয়র্কে

১১১. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? (জ্ঞান)
ক ডেনমার্ক খ আমেরিকা গ ইংল্যান্ড ● নরওয়ে

১১২. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক উথান্ট খ দ্যাগ হ্যামারসোল্ড
গ কুর্ট ওয়ার্ল্ড হেইম ● ট্রিগভেলি

১১৩. বর্তমান জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম কী? (জ্ঞান)
ক বুট্রোস ঘালি ● বান কি মুন
গ হামিদ আল ওয়ালিদ ঘ কফি আনান

১১৪. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব কোন দেশের অধিবাসী? (জ্ঞান)
ক উত্তর কোরিয়া ● দক্ষিণ কোরিয়া
গ ঘানা ঘ মিশর

১১৫. জাতিসংঘের পতাকাটি কোন রঙের? (অনুধাবন)
ক লাল ● নীল গ সবুজ ঘ হলুদ

১১৬. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কয়টি? (অনুধাবন)
ক ৩ খ ৪ ● ৫ ঘ ৬

১১৭. জাতিসংঘের শাখা কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৩ খ ৫ ● ৬ ঘ ৭

১১৮. কোনটি জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ? (অনুধাবন)
ক নিরাপত্তা পরিষদ ● সাধারণ পরিষদ
গ অছি পরিষদ ঘ অর্থনৈতিক পরিষদ

১১৯. বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতাসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জাতিসংঘের কোন শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়? (অনুধাবন)
● সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ জাতিসংঘ সচিবালয় ঘ অছি পরিষদ

১২০. জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে কোন পরিষদ গঠিত? (জ্ঞান)
ক নিরাপত্তা পরিষদ খ অছি পরিষদ
গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ● সাধারণ পরিষদ

১২১. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র কোনটির সদস্য? (জ্ঞান)
ক নিরাপত্তা পরিষদ খ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
গ অছি পরিষদ ● সাধারণ পরিষদ

১২২. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বছরে কয়বার অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

১২৩. সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র কয়টি ভোটদানের অধিকার রাখে? (অনুধাবন)
● ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

১২৪. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ক যুদ্ধ বন্ধ করা
● আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
গ আন্তর্জাতিক অর্থনীতি জোরদার করা
ঘ খাদ্য সমস্যার সমাধান করা

১২৫. জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ করার দায়িত্ব কার ওপর? (অনুধাবন)
ক নিরাপত্তা পরিষদ খ অছি পরিষদ

(গ) আন্তর্জাতিক আদালত ● সাধারণ পরিষদ

১২৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মূল কাজ কোনটি? (অনুধাবন)
● সদস্য রাষ্ট্রের বার্ষিক চাঁদার হার নির্ধারণ
(খ) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকরণ
(গ) জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন
(ঘ) সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করা

১২৭. জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের কাজ কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা (খ) বেকার সমস্যার সমাধান
● বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন (ঘ) চিকিৎসা ও পুনর্বাসন

১২৮. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচন কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ? (জ্ঞান)
(ক) নিরাপত্তা পরিষদের ● সাধারণ পরিষদের
(গ) অর্থনৈতিক পরিষদের (ঘ) সামাজিক পরিষদের

১২৯. জাতিসংঘের কোন শাখাটি নির্বাচনসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে? (জ্ঞান)
● সাধারণ পরিষদ (খ) নিরাপত্তা পরিষদ
(গ) অছি পরিষদ (ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

১৩০. জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) অছি পরিষদ (খ) আন্তর্জাতিক আদালত
(গ) সাধারণ পরিষদ ● নিরাপত্তা পরিষদ

১৩১. কোনটি জাতিসংঘের শাসন বিভাগস্বরূপ? (জ্ঞান)
(ক) সাধারণ পরিষদ ● নিরাপত্তা পরিষদ
(গ) অছি পরিষদ (ঘ) সেক্রেটারিয়েট

১৩২. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ মোট কতটি সদস্য নিয়ে গঠিত? (জ্ঞান)
(ক) ১০ (খ) ১২ ● ১৫ (ঘ) ১৮

১৩৩. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কয়টি? (জ্ঞান)
(ক) ৪ ● ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৭

১৩৪. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা কত? (জ্ঞান)
(ক) ৬ (খ) ৭
(গ) ৯ ● ১০

১৩৫. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কত বছরের জন্য নির্ধারিত হয়? (জ্ঞান)
(ক) এক ● দুই
(গ) তিন (ঘ) পাঁচ

১৩৬. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব কোনটির ওপর ন্যস্ত? (জ্ঞান)
(ক) সাধারণ পরিষদের ● নিরাপত্তা পরিষদের
(গ) আন্তর্জাতিক আদালতের (ঘ) অছি পরিষদের

১৩৭. জাতিসংঘের কোন বিভাগ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে? (অনুধাবন)
(ক) অছি পরিষদ (খ) সাধারণ পরিষদ
● নিরাপত্তা পরিষদ (ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

১৩৮. আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ জাতিসংঘের কোন শাখাটি করে থাকে? (জ্ঞান)
(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) অছি পরিষদ
● নিরাপত্তা পরিষদ (ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

১৩৯. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত? (জ্ঞান)
(ক) ৪৪ (খ) ৫২
● ৫৪ (ঘ) ৫৮

১৪০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশন বছরে কমপক্ষে কত বার অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
(ক) ২ ● ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

১৪১. কোনটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ? (জ্ঞান)
(ক) বিচারসংক্রান্ত কাজ (খ) কর আদায়সংক্রান্ত কাজ
● চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত কাজ (ঘ) বাজেটসংক্রান্ত কাজ

১৪২. জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংগঠনের? (জ্ঞান)
● অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (খ) নিরাপত্তা পরিষদ
(গ) অছি পরিষদ (ঘ) সাধারণ পরিষদ

১৪৩. বিশ্বের যে জনপদগুলোর পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের কোন পরিষদের? (অনুধাবন)
(ক) সাধারণ পরিষদের (খ) নিরাপত্তা পরিষদের
● অছি পরিষদের (ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের

১৪৪. জাতিসংঘের কোন পরিষদের সদস্য সংখ্যা অনির্দিষ্ট? (জ্ঞান)
(ক) সাধারণ পরিষদ ● অছি পরিষদ
(গ) নিরাপত্তা পরিষদ (ঘ) সেক্রেটারিয়েট

১৪৫. অছি পরিষদের মূল কাজ কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) অছি এলাকার জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা
● অছি এলাকার উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান করা
(গ) অছি এলাকার রিপোর্ট তৈরি করা
(ঘ) অছি এলাকার জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা

১৪৬. কোনো অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য জাতিসংঘের কোন শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? (অনুধাবন)
(ক) নিরাপত্তা পরিষদ (খ) সাধারণ পরিষদ
(গ) আন্তর্জাতিক আদালত ● অছি পরিষদ

১৪৭. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন প্রতিষ্ঠানকে তুমি উপযুক্ত মনে করবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (খ) আফ্রিকান ইউনিয়ন
● আন্তর্জাতিক আদালত (ঘ) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

১৪৮. আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের উদ্দেশ্য কোনটি? (অনুধাবন)
● আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা (খ) জাতীয় বিবাদ মীমাংসা
(গ) সদস্য রাষ্ট্রের সম্প্রীতি রক্ষা (ঘ) সদস্য রাষ্ট্রের বিবাদ মীমাংসা

১৪৯. আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● নেদারল্যান্ডে (খ) বেলজিয়ামে
(গ) ফ্রান্সে (ঘ) জার্মানিতে

১৫০. আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● দি হেগ শহরে (খ) নিউইয়র্কে
(গ) ওয়াশিংটনে (ঘ) লন্ডনে

১৫১. আন্তর্জাতিক আদালত কতজন বিচারক নিয়ে গঠিত? (জ্ঞান)
(ক) ১৪ ● ১৫ (গ) ১৭ (ঘ) ২০

১৫২. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের মেয়াদ কত বছর? (জ্ঞান)
(ক) ৫ ● ৯ (গ) ১০ (ঘ) ২০

১৫৩. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা কোন প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য? (অনুধাবন)
● জাতিসংঘ (খ) সাপটা
(গ) কমনওয়েলথ (ঘ) সাফটা

১৫৪. জাতিসংঘকে অধিক কার্যকর করতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
● নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিতকরণ
(খ) বেশি চাঁদা প্রদানকারী দেশের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন
(গ) প্রশাসনিক সংস্কার সাধন
(ঘ) মহাসচিবের ক্ষমতা হ্রাসকরণ

১৫৫. গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়টি সুরাহার জন্য বাংলাদেশ কোথায় মামলা দাখিল করতে পারবে? (প্রয়োগ)
(ক) হাইকোর্টে ● আন্তর্জাতিক আদালতে
(গ) সুপ্রিমকোর্টে (ঘ) ভারতের আদালতে

১৫৬. সেক্রেটারিয়েট জাতিসংঘের কোন ধরনের বিভাগ? (জ্ঞান)
(ক) আইনানুগ ● প্রশাসনিক
(গ) নিরাপত্তা বিধান (ঘ) আশ্রয়দান

১৫৭. জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবি কী? (জ্ঞান)
(ক) সচিব (খ) উপমহাসচিব
● মহাসচিব (ঘ) সভাপতি

১৫৮. জাতিসংঘের মহাসচিব কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন? (অনুধাবন)
(ক) ৩ (খ) ৪
● ৫ (ঘ) ৬

১৫৯. কোন শাখাটি ব্যতীত জাতিসংঘ সচিবালয়ের মহাসচিব জাতিসংঘের সকল শাখায় লোক নিয়োগ করতে পারে? (অনুধাবন)
ক নিরাপত্তা পরিষদ ● আন্তর্জাতিক আদালত
গ অছি পরিষদ ঘ সাধারণ পরিষদ

১৬০. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে কোন পরিষদের অনুরোধে? (জ্ঞান)
ক আন্তর্জাতিক আদালতের খ অছি পরিষদের
● নিরাপত্তা পরিষদের ঘ জাতিসংঘ সচিবালয়ের

১৬১. জাতিসংঘের অন্যতম সাফল্য কোনটি? (অনুধাবন)
ক পৃথিবীকে সংঘাতমুক্ত করতে পেরেছে
খ পৃথিবীকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছে
● পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়েছে
ঘ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬২. পৃথিবী নামক গ্রহে বিশ্বযুদ্ধ হয়– (অনুধাবন)
i. ১৯১৪ সালে
ii. ১৯৩৯ সালে
iii. ১৯৭০ সালে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. জাতিসংঘের ক্ষেত্রে বলা যায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩
ii. শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০
iii. প্রথম মহাসচিব নরওয়ের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৪. জাতিসংঘের– (অনুধাবন)
i. বর্তমান মহাসচিব বান কি মুন
ii. প্রথম মহাসচিব নরওয়ের
iii. পতাকা হালকা নীল রঙের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৫. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাজ– (অনুধাবন)
i. মহাসচিব নিয়োগ
ii. নতুন সদস্য গ্রহণ
iii. বাজেট পাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৬. নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র হলো– (অনুধাবন)
i. রাশিয়া
ii. ফ্রান্স
iii. চীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৭. নিরাপত্তা পরিষদের কাজ– (অনুধাবন)
i. অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা
ii. কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করা
iii. শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৮. যুদ্ধ মানে হলো– (অনুধাবন)
i. দুর্যোগ
ii. অশান্তি
iii. ধ্বংসলীলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৯. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের লক্ষ্য হলো– (অনুধাবন)
i. আইনসংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও পরামর্শ প্রদান
ii. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ
iii. আন্তর্জাতিক বিবাদ ও বিরোধ মীমাংসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. অছি পরিষদ গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে
ii. নির্বাচিত সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে
iii. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শংকিত ও হতবাক হয়ে ওঠে
ii. শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে
iii. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭২. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন– (অনুধাবন)
i. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট
ii. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল
iii. রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট যোসেফ স্ট্যালিন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. জাতিসংঘের পতাকার ক্ষেত্রে বলা যায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এটি হালকা গোলাপি রঙের
ii. এটির মাঝখানে সাদার ভিতরে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র রয়েছে
iii. এর দু'পাশ দুটি জলপাই পাতার ঝাড় দিয়ে বেষ্টিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৪. জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ইউনিসেফ
ii. ইউনেস্কো
iii. বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৫. জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ইউনিসেফ ii. অছি পরিষদ
iii. বিশ্ব খাদ্য সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ দিক হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা
ii. সকল সদস্যই এ পরিষদের সদস্য
iii. প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র একটি করে ভোট দিতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. মহাসচিব নিয়োগ
ii. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা
iii. নতুন সদস্য গ্রহণ ও বাজেট পাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী রাষ্ট্র হলো– (অনুধাবন)
i. রাশিয়া ii. চীন

iii. যুক্তরাজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৯. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হলো– (অনুধাবন)
i. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ii. ফ্রান্স ও রাশিয়া
iii. জাপান ও ভারত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন
ii. বেকার সমস্যার সমাধান করা
iii. মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮১. অছি পরিষদ যেসব সদস্যদের নিয়ে গঠিত– (অনুধাবন)
i. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র
ii. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য
iii. নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচিত অন্যান্য সদস্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮২. আন্তর্জাতিক আদালত কাজ সম্পাদন করে থাকে– (অনুধাবন)
i. বিশ্বশান্তি সংরক্ষণে
ii. আইনের ব্যাখ্যা প্রদানে
iii. জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৩. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নিয়োগ দেয়– (অনুধাবন)
i. সাধারণ পরিষদ
ii. নিরাপত্তা পরিষদ
iii. অছি পরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৪. জাতিসংঘ সচিবালয় গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. জাতিসংঘের মহাসচিবকে নিয়ে
ii. কয়েকজন উপসচিবকে নিয়ে
iii. অধস্তন সচিবকে নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৫. জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধান কর্মকর্তার কাজ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ
ii. সকল শাখার অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা
iii. সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দেশেরসীমা নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় সম্প্রতি বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নিয়েছিল।

১৮৬. বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করতে পারে?
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
● আন্তর্জাতিক আদালত ঘ অছি পরিষদ

১৮৭. উক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো–
i. বিশ্বশান্তি রক্ষায় সহায়ক
ii. আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করে
iii. আইনের ব্যাখ্যা দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

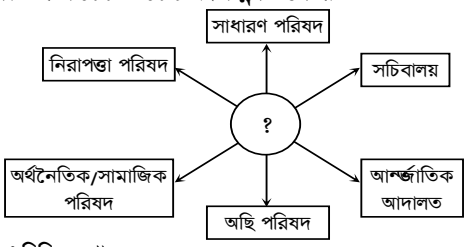

১৮৮. '?' চিহ্নিত স্থানে হবে? (প্রয়োগ)
ক ওআইসি খ কমনওয়েলথ ● জাতিসংঘ ঘ সার্ক

১৮৯. উক্ত সংস্থার সাধারণ পরিষদের বিশেষ দিক হলো– (অনুধাবন)
i. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা
ii. সকল সদস্যই এ পরিষদের সদস্য
iii. প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র একটি করে ভোট দিতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii ● ii ও iii ঘ i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গত বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়। এ অবস্থায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এলাকার দু গ্রুপের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে শান্তি চুক্তি স্থাপন করা হয়। এ সময় এলাকার সমস্যা নিরসনের জন্য একটি সংগঠন গঠন করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় শান্তি সংঘ। সংঘটি এরই মধ্যে এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

১৯০. উদ্দীপকের শান্তি সংঘের সাথে নিচের কোনটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
● জাতিসংঘ খ লীগ অব নেশনস
গ ওআইসি ঘ সার্ক

১৯১. উক্ত সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার মূল্য উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শান্তি প্রতিষ্ঠা
ii. দাঙ্গা নিরসন
iii. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২৮

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে– ১৯৭৪ সালে।
- স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও সাহায্য–সহযোগিতা করেছিলেন– জাতিসংঘ।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে– দুইবার।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ– বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণ করে– ১৯৮৮ সালে।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে– ২৫টি দেশে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান দখল করে আছে– বাংলাদেশ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯২. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৩ ● ১৯৭৪ ঘ ১৯৭৫

১৯৩. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের ভূমিকা কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাংলাদেশকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল
খ মুক্তিযুদ্ধে যোদ্ধাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল
● বাংলাদেশি শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা করেছিল
ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল

১৯৪. বাংলাদেশ কতবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে? (জ্ঞান)
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

১৯৫. কত সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৮৯ ⓚ ১৯৯০ ● ১৯৯১ ⓘ ১৯৯২

১৯৬. দীর্ঘদিন ধরে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কোন বিষয়টি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল? (অনুধাবন)
ⓚ স্থলসীমা নিয়ে ● সমুদ্রসীমা নিয়ে
ⓖ নদীসীমা নিয়ে ⓘ আকাশসীমা নিয়ে

১৯৭. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কোন শাখার আশ্রয় নেয়? (জ্ঞান)
ⓚ নিরাপত্তা পরিষদ ⓚ অছি পরিষদ
ⓖ সাধারণ পরিষদ ● আন্তর্জাতিক আদালত

১৯৮. কত সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ২০০৭ ⓚ ২০০৯ ⓖ ২০১০ ● ২০১২

১৯৯. কত সালে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণ করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৮৫ ⓚ ১৯৮৬ ⓖ ১৯৮৭ ● ১৯৮৮

২০০. বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের ফলে কী হয়? (অনুধাবন)
ⓚ সমুদ্র সীমার ওপর মিয়ানমারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
ⓚ সমুদ্র সীমার ওপর আন্তর্জাতিক আদালতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
● সমুদ্র সীমার ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
ⓘ নদী সীমার ওপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়

২০১. সর্বপ্রথম কোন দেশটিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজে অংশ নেয়? (জ্ঞান)
ⓚ কুয়েত ● নামিবিয়া
ⓖ সৌদি আরব ⓘ কঙ্গো

২০২. ইরান–ইরাক যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সেনাসদস্যরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে কোথায় শান্তি মিশনে অংশ নেয়? (অনুধাবন)
● কুয়েত ও সৌদিতে ⓚ ইরান ও ইরাকে
ⓖ পাকিস্তানে ⓘ মিশরে

২০৩. ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কতটি দেশে শান্তি রক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে? (জ্ঞান)
ⓚ ২৪ ● ২৫ ⓖ ২৬ ⓘ ২৮

২০৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রায় কত হাজার সেনাসদস্য পাঠিয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ১০ ● ১১ ⓖ ১২ ⓘ ১৩

২০৫. বর্তমানে বাংলাদেশের সেনাসদস্যরা বিশ্বের কতটি দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত আছেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১০ ⓚ ১১ ● ১২ ⓘ ১৩

২০৬. কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কী হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন? (অনুধাবন)
ⓚ মেজর ● কমান্ডার ⓖ ক্যাপ্টেন ⓘ ক্যাডেট

২০৭. বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের 'The Cream of UN peace keepers' বলে আখ্যায়িত করেছে কোন সংবাদ সংস্থা? (জ্ঞান)
ⓚ রয়টার ⓚ বাসস ⓖ আল–জাজিরা ● বিবিসি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৮. জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক– (অনুধাবন)
i. গভীর
ii. হৃদ্যতাপূর্ণ
iii. আস্থাশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৯. শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ– (অনুধাবন)
i. সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে
ii. সক্রিয় ভূমিকা রাখছে
iii. আনসার পাঠিয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের একান্ত সহচর ও একনিষ্ঠ সহকর্মী– (অনুধাবন)
i. বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে
ii. যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে
iii. সহযোগিতার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১১. জাতিসংঘে উন্নয়ন সংস্থাগুলো অকৃত্রিম বন্ধুর মতো কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের– (অনুধাবন)
i. সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে
ii. অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে
iii. ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১২. বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ বাংলাদেশ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনা পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে
ii. জাতিসংঘের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাশীল
iii. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৩. জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশ পুনর্গঠনে
ii. ১৯৯১ সালে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে
iii. ২০১২ সালে মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমার বিরোধ নিষ্পত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৪ ও ২১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রফিক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য। তিনি গত সপ্তাহে জাতিসংঘের একটি বিশেষ কাজে অংশ নিতে সিয়েরালিওন যান। এ কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গৌরবের।

২১৪. রফিক জাতিসংঘের কোন বিশেষ কাজে অংশ নিতে সিয়েরালিওনে যান? (প্রয়োগ)
ⓚ নির্বাচনে সহায়তা করতে ● শান্তিরক্ষার কাজে
ⓖ দুর্যোগ মোকাবিলাতে ⓘ তথ্য সহায়তা দিতে

২১৫. রফিকের মাধ্যমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ভূমিকা রাখছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিশ্বশান্তি রক্ষায়
ii. দেশের সমৃদ্ধি আনয়নে
iii. দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ কমনওয়েলথ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩০ — At a Glance

- এক সময় সারা বিশ্বে বিস্তৃত ছিল– ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।
- কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৪৯ সালে।
- কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা– ৫৩।
- কমনওয়েলথের প্রধান– ব্রিটেনের রাজা বা রানি।
- কমনওয়েলথের সদর দপ্তর অবস্থিত– লন্ডনে।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে– ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল।
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো– কমনওয়েলথ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৬. সারাবিশ্বে কোন সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল? (প্রয়োগ)
● ব্রিটিশ ⓚ চীনা ⓖ তামিল ⓘ পর্তুগিজ

২১৭. ভারতীয় উপমহাদেশ একসময় কার উপনিবেশ ছিল? (অনুধাবন)
● ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ⓚ রোমান সাম্রাজ্যের
ⓖ রবশ সাম্রাজ্যের ⓘ গ্রিক সাম্রাজ্যের

২১৮. কীভাবে ব্রিটিশরা সমগ্র রাজ্যে রাজত্ব করেছে? (অনুধাবন)
● প্রতাপের মাধ্যমে ⓚ দখলের মাধ্যমে
ⓖ যোগ্যতার মাধ্যমে ⓘ যুদ্ধের মাধ্যমে

২১৯. ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে শুরব করে। এ প্রেৰিতে গড়ে ওঠা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাধীন সংস্থাটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ⓚ ওআইসি ● কমনওয়েলথ
ⓖ জাতিসংঘ ⓘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

২২০. কমনওয়েলথ কোন ধরনের সংস্থা? (অনুধাবন)
ⓚ স্থানীয় সংস্থা ● আন্তর্জাতিক সংস্থা
ⓖ আঞ্চলিক সংস্থা ⓘ জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন

২২১. ব্রিটেন ও এর শাসনমুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কোনটি গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সার্ক ⓚ ওআইসি
ⓖ জাতিসংঘ ● কমনওয়েলথ

২২২. কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় কোন দেশ? (জ্ঞান)
● যুক্তরাজ্য ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ⓖ জাপান ⓘ রাশিয়া

২২৩. কমনওয়েলথের সদস্য সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
● ৫৩ ⓚ ৫৪ ⓖ ৫৫ ⓘ ৫৬

২২৪. কত সালে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪৯ ⓚ ১৯৫০ ⓖ ১৯৬০ ⓘ ১৯৬৪

২২৫. কমনওয়েলথের পূর্বনাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ● ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস
ⓖ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ওয়ার্ল্ড ⓘ কমনওয়েলথ অব নেশনস

২২৬. কমনওয়েলথের প্রধান কে? (জ্ঞান)
ⓚ ব্রিটেনের সেনা প্রধান
● ব্রিটেনের রাজা বা রানি
ⓖ সদস্যভুক্ত যেকোনো দেশের প্রধান
ⓘ ব্রিটেনের রাজা বা রানির মনোনীত ব্যক্তি

২২৭. কমনওয়েলথের সচিবালয়ের প্রধানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● মহাসচিব ⓚ কমিশনার
ⓖ চেয়ারম্যান ⓘ পরিচালক

২২৮. কমনওয়েলথের সদর দপ্তর কোথায়? (জ্ঞান)
● লন্ডনে ⓚ থিম্পুতে
ⓖ ঢাকায় ⓘ বেইজিং–এ

২২৯. কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের কত বছর পর পর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ এক বছর ● দুই বছর ⓖ তিন বচর ⓘ চার বছর

২৩০. কমনওয়েলথ–এর প্রধান উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন
ⓚ সদস্য দেশগুলোর সাথে ব্যবসায়–বাণিজ্য
ⓖ সদস্য দেশগুলোর রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ
● ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রৰা

২৩১. বাংলাদেশ কত সালে কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৭১ ● ১৯৭২ ⓖ ১৯৭৩ ⓘ ১৯৭৪

২৩২. কত সালের কত তারিখে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে? (জ্ঞান)
● ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল ⓚ ১৯৭৩ সালের ২৮ এপ্রিল
ⓖ ১৯৭২ সালের ২৯ এপ্রিল ⓘ ১৯৭৩ সালের ৩০ এপ্রিল

২৩৩. মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পৰে বহির্বিশ্বে প্রচারকার্য পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র ছিল কোন দেশ? (জ্ঞান)
ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ● যুক্তরাজ্য ⓖ বারত ⓘ চীন

২৩৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন দেশে বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল গঠন করা হয়েছিল? (অনুধাবন)
ⓚ যুক্তরাষ্ট্রে ⓚ ভারতে ⓖ জাপানে ● ব্রিটেনে

২৩৫. কমনওয়েলথভুক্ত কোন দেশটি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের এক কোটি লোককে আশ্রয় দিয়েছিল? (জ্ঞান)
● ভারত ⓚ পাকিস্তান
ⓖ ব্রিটেন ⓘ মিয়ানমার

২৩৬. ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে কমনওয়েলথের সদস্য করায় কোন সদস্যরাষ্ট্র তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করেছিল? (জ্ঞান)
● পাকিস্তান ⓚ ভারত ⓖ নেপাল ⓘ চীন

২৩৭. কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য? (অনুধাবন)
● কলম্বো পরিকল্পনা ⓚ অ্যাপেক
ⓖ আনজুস ⓘ কিয়োটো প্রটোকল

২৩৮. প্রতি বছর বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিৰায় বৃত্তি পায় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে? (জ্ঞান)
ⓚ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ● কমনওয়েলথ
ⓖ জাতিসংঘ ⓘ আসিয়ান

২৩৯. কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ফলাফল কোনটি বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)
● এদেশের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিৰার সুযোগ সৃষ্টি
ⓚ কমনওয়েলথভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রে মুক্ত ভিসায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি
ⓖ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের উন্নয়ন
ⓘ বাংলাদেশের স্বনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪০. ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে– (অনুধাবন)
i. দক্ষতায় ii. দোর্দণ্ড প্রতাপে
iii. প্রায় সারাবিশ্বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪১. কমনওয়েলথের প্রধান– (প্রয়োগ)
i. ব্রিটেনের রাজা
ii. ব্রিটেনের রানী
iii. মহাসচিব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪২. কমনওয়েলথভুক্ত দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. ওষুধ দিয়ে
ii. খাদ্য দিয়ে
iii. বস্ত্র দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৩. কমনওয়েলথ সম্পর্কে বলা যায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. এটি আন্তর্জাতিক সংস্থা
ii. বর্তমান সদস্য ৫৩
iii. ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৪. বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথের সম্পর্কের ধরন– (অনুধাবন)
i. বন্ধুত্বপূর্ণ
ii. উন্নয়নসংক্রান্ত
iii. বৈরিতাপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৫. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য– (অনুধাবন)
i. ব্রিটেনের উপনিবেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রৰা

ii. কমনওয়েলথভুক্ত এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন
iii. শিৰা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান–প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৬. এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল– (অনুধাবন)
i. বাংলাদেশ
ii. ভারত
iii. থাইল্যান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪৭. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা
ii. ব্রিটেনের সাথে সদস্য দেশের সম্পর্ক রৰা
iii. সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪৮. জনাব ফয়জুল কমনওয়েলথের মহাসচিব হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তার কর্মৰেত্র হলো– (প্রয়োগ)
i. কমনওয়েলথ সচিবালয়ে
ii. যুক্তরাজ্যের লন্ডনে
iii. ফ্রান্সের প্যারিসে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪৯. কমনওয়েলথ ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রৰার মাধ্যমে– (অনুধাবন)
i. সদস্য রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে চায়
ii. সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শিৰা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান–প্রদান করতে চায়
iii. ব্রিটেনের নিজস্ব প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে চায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের তথ্যের আলোকে ২৫০ ও ২৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' নামক সংস্থার মাধ্যমে ব্রিটেন তার স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক রাখে।

২৫০. বাংলাদেশ উপকৃত হয়েছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়
ii. মুক্তি যুদ্ধকালে ভারত বাংলাদেশের এক কোটি লোককে খাদ্য ও আশ্রয় দিল
iii. ব্রিটেন বাংলাদেশের জন্য তহবিল গঠন করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫১. 'X' সংস্থার সদস্য হওয়ার শর্ত কোনটি? (প্রয়োগ)
ক ব্রিটেনের পছন্দ খ ব্রিটেনের মিত্র
● একসময় ব্রিটেনের অধীন ঘ বর্তমানে স্বাধীন

➲ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩১

- বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে– ওআইসি।
- ওআইসি গঠিত হয়– ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।
- ওআইসির বর্তমান সদস্য সংখ্যা– ৫৭।
- ওআইসির সদর দপ্তর– সৌদি আরবের জেদ্দায়।
- বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপাদ লাভ করে– ১৯৭৪ সালে
- ওআইসির সদস্য– বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র।
- ওআইসির আর্থিক সহায়তায় গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫২. ওআইসি বিশ্বের কোন দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন? (অনুধাবন)
ক হিন্দু প্রধান খ ইহুদি প্রধান গ খ্রিস্টান প্রধান ● মুসলিম প্রধান

২৫৩. OIC–এর পূর্ণ রূ প কী? (জ্ঞান)
● Organization of Islamic Co-operation
খ Organization of Imperial Conference
গ Organization incetine Conference
ঘ Organization of Ideal Conference

২৫৪. মসজিদ আল আকসায় কবে অগ্নিসংযোগ করা হয়? (অনুধাবন)
ক ২০ আগস্ট, ১৯৬৯ ● ২১ আগস্ট, ১৯৬৯
গ ২০ আগস্ট, ১৯৭০ ঘ ২১ আগস্ট, ১৯৭০

২৫৫. বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্র কোন সংগঠনের সদস্য? (জ্ঞান)
ক সার্ক খ জাতিসংঘ ● ওআইসি ঘ কমনওয়েলথ

২৫৬. ইসরাইল কর্তৃক আল–আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিসরে কয়টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১০ খ ১২ ● ১৪ ঘ ১৬

২৫৭. ওআইসি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৬৯ খ ১৯৭০ গ ১৯৭১ ঘ ১৯৭৮

২৫৮. ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত মরক্কোর রাবাতে শীর্ষ সম্মেলনে কতটি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যোগদান করেন? (জ্ঞান)
ক ১৪ খ ২২ ● ২৪ ঘ ২৬

২৫৯. মরক্কোর রাজধানীতে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? (জ্ঞান)
● ১৯৬৯ খ ১৯৭০ গ ১৯৭১ ঘ ১৯৭৩

২৬০. মরক্কোর রাজধানীর নাম কী? (জ্ঞান)
ক ডাকার খ সুভা গ মালে ● রাবাত

২৬১. ওআইসি কীসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে? (অনুধাবন)
● মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ খ শীর্ষ সম্মেলন
গ মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা

২৬২. কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রথম ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন? (জ্ঞান)
ক ইরাকের ● মালয়েশিয়ার
গ কাতারের ঘ পাকিস্তানের

২৬৩. ওআইসির প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ মাহাথির মোহাম্মদ
● টেংকু আবদুর রহমান ঘ বাদশাহ ফাহাদ

২৬৪. শুরুতে ওআইসির সদস্য কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ২০ ● ২৩ গ ২৫ ঘ ২৬

২৬৫. ওআইসির বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
ক ৫৫ ● ৫৭ গ ৫৮ ঘ ৭০

২৬৬. ওআইসির বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান)
● ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা খ ইসলামি কমিটি সংস্থা
গ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সংস্থা ঘ আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থা

২৬৭. 'জেদ্দা' নামক স্থানটি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত? (অনুধাবন)
● ওআইসি খ সার্ক
গ আফ্রিকান ইউনিয়ন ঘ কমনওয়েলথ

২৬৮. ওআইসির সেক্রেটারিয়েট কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ইরানে খ ইরাকে ● জেদ্দায় ঘ মিশরে

২৬৯. ওআইসি গঠনের মূল লৰ্য কী ছিল? (প্রয়োগ)
ক বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকরণ
খ সমগ্র বিশ্বের আর্থসামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন
গ আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনার সম্প্রসারণ
● ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা

২৭০. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা কোন সংস্থার উদ্দেশ্য? (অনুধাবন)
ক সার্ক খ জাতিসংঘ
● ওআইসি ঘ কমনওয়েলথ

২৭১. ওআইসির উদ্দেশ্য কয়টি? (জ্ঞান)

ক ৭ খ ৮ ● ৯ ঘ ১০

২৭২. বাংলাদেশ কত সালে ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ● ১৯৭৪

২৭৩. বাংলাদেশ কততম শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে? (জ্ঞান)
ক প্রথম ● দ্বিতীয় গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

২৭৪. বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। এ হিসেবে বাংলাদেশ কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ওআইসি খ আসিয়ান
গ WTO ঘ জাতিসংঘ

২৭৫. বাংলাদেশ কোন যুদ্ধ বন্ধের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল? (জ্ঞান)
● বসনিয়া যুদ্ধ খ ইরাক যুদ্ধ
গ কোরিয়া যুদ্ধ ঘ লিবিয়া যুদ্ধ

২৭৬. কোনটির সদস্যপদ লাভের ফলে বাংলাদেশ তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা পেয়েছে? (অনুধাবন)
ক ন্যাম খ কমনওয়েলথ
গ আরবলীগ ● ওআইসি

২৭৭. নিচের কোন সংস্থার সদস্যপদ লাভের ফলে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে? (জ্ঞান)
ক সার্ক খ ন্যাটো
● ওআইসি ঘ জাতিসংঘ

২৭৮. গুরুত্বপূর্ণ ও পুরাতন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কোন সংস্থার সহায়তা পায়? (জ্ঞান)
ক ইউনিসেফ খ ইউনেস্কো ● ওআইসি ঘ আসিয়ান

২৭৯. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ঢাকায় খ সাভারে গ জেদ্দায় ● গাজীপুরে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮০. ওআইসি কাজ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে
ii. মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষায়
iii. আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮১. বাংলাদেশের সাথে ওআইসির সম্পর্ক– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ঘনিষ্ঠ
ii. নিবিড়
iii. হৃদ্যতাপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮২. বাংলাদেশ সহযোগিতা করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ফিলিস্তিনের স্বাধীনতায়
ii. ইরান–ইরাক যুদ্ধে
iii. বসনিয়া যুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৩. ওআইসির উদ্দেশ্য– (অনুধাবন)
i. সংহতি জোরদার করা
ii. উপনিবেশবাদ বিলোপ করা
iii. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৪. বাংলাদেশকে ওআইসি সাহায্য করে– (অনুধাবন)
i. শিক্ষাক্ষেত্রে
ii. সামাজিক ক্ষেত্রে
iii. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৫. OIC–এর মূল্যবোধ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সৌহার্দ
ii. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক
iii. সামাজিক ও অর্থনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৬. বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের যে সকল ঘটনাপ্রবাহ যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা হলো– (প্রয়োগ)
i. ইরান–ইরাক যুদ্ধ বন্ধে প্রচেষ্টা চালিয়েছে
ii. বসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধে সৈন্য পাঠিয়েছে
iii. আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৭. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি পায়
ii. সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা লাভ করে
iii. সহজে জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্যপদ অর্জন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ২৮৮ ও ২৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র সংস্থাটির সদস্য। মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সংস্থাটি গঠিত।

২৮৮. উদ্দীপকের সংস্থাটি গঠনের প্রেক্ষাপট কী ছিল? (অনুধাবন)
● আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ
খ বায়তুল মুকাদ্দাসায় অগ্নিসংযোগ
গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন
ঘ জাতিপুঞ্জের বিকল্প সংস্থা গঠন

২৮৯. উক্ত সংস্থাটি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদারকরণে ভূমিকা রাখে
ii. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সমর্থন করে
iii. দেশসমূহের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ২৯০ ও ২৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অতর্কিত অগ্নিসংযোগ করে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে।

২৯০. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম দিয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আসিয়ান খ সার্ক ● OIC ঘ জাতিসংঘ

২৯১. উক্ত সংস্থার ভিত্তি ও মূল্যবোধ হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সৌহার্দ
ii. নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক
iii. শিক্ষা, ঐক্য ও প্রগতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

জনাব নাসির উদ্দিন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি জাতিসংঘের একটি গুরবত্বপূর্ণ শাখার অধীনে সিয়েরালিওনে শান্তি রবার কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিবদমান দলগুলোর মধ্যে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করতে সরম হন।

[স. বো. '১৬]

ক. OIC-এর পূর্ণরূ প লেখ। ১
খ. সার্কের গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর। ২
গ. জনাব নাসির উদ্দিন উদ্দীপকে উলিরখিত জাতিসংঘের কোন শাখার অধীনে কর্মরত? শাখাটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূ প Organization of Islamic Co-Operation.

খ বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান– এই আটটি রাষ্ট্র নিয়ে সার্ক গঠিত। সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর আছে। এগুলো হলো– ১. রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি এবং ৫. সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের জনাব নাসির উদ্দিন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ শাখার অধীনে কর্মরত। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রবার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরবদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার রমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরবী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রবার লব্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত সংস্থা তথা জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। আবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লব্যে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো কাজ করে যাচ্ছে। এসব সংস্থা শিরা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর রয়রতি মোকাবেলা ইত্যাদি রেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের 'ভাষা ও শহিদ' দিবস ২১ ফেব্রবয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ ছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে। ফলশ্রবতিতে এ বিরোধের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি ঘটে। এভাবে জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমাদের দেশকে সাহায্য করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রবায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন– ২ সার্ক

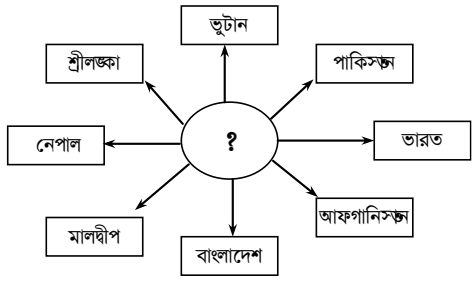

[হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]

ক. সার্কের সদস্য দেশ কতটি? ১
খ. আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে সার্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে নির্দেশিত সংস্থাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সদস্য দেশ আটটি।

খ সার্কের পুরো নাম দরিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation)। শুরবতে এটি দরিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লব্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুত সার্ক একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা।

গ ছকে নির্দেশিত সংস্থাটি সার্ক। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। রাষ্ট্রগুলো হলো : বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। ছকে তা উলিরখিত হয়েছে। সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর আছে। এগুলো হলো : ১. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি ৪. টেকনিক্যাল কমিটি ৫. সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত। এর প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল। প্রতিবছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের নিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় ১৫০ কোটি জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

ঘ সার্কের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরব হয়। সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায়–বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রবা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানবপাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরবণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, রোগ–ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব রেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার

জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ জাতিসংঘ

আফ্রিকার সুদান ও দারফুরের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ ও সংঘর্ষ চলে আসছিল। বিবাদ মীমাংসায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এগিয়ে আসে। বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ব সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কী নামে আখ্যায়িত করেছে? ১

খ. সাধারণ পরিষদের গঠন সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত বিবাদ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক সংস্থাটির কোন শাখা কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত সংস্থাটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে– বক্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের 'The cream of UN peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে।

খ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশনও বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোটদানের অধিকার আছে।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত আফ্রিকার সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত কাজ করে। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার কাজ করে। আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের বিচারালয়। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে অবস্থিত। পনেরোজন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের কার্যকাল নয় বছর। জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আদালত তার বিচারকার্য দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষা করে। জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে মামলা হলে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলেও আন্তর্জাতিক আদালত তা মীমাংসা করে।

ঘ বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। ৫০টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো– আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা। বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধে বা যুদ্ধের পর ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়া বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

প্রেক্ষাপট–১ : ১৯১৪–১৯১৮ সময়কাল–বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

প্রেক্ষাপট–২ : ১৯৩৯–১৯৪৫ সময়কাল–বিশ্বশান্তির অন্বেষণে আন্তর্জাতিক সংস্থার সৃষ্টি।

ক. কত বছরের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে? ১

খ. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট–১–এ উলিরখিত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ স্থায়িত্ব লাভ করেনি কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট–২–এ উলিরখিত সংস্থার সৃষ্টির পটভূমি বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

খ সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর আছে। এগুলো হলো : ১. রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি এবং ৫. সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

গ প্রেক্ষাপট–১ এ উলিরখিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতিপুঞ্জ গঠনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বিশ্ব নেতৃত্বের স্বার্থপরতার কারণে স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ১৯১৪–১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ ছিল মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিরাট বাধা। সেজন্য যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলেছে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বার্থের সংঘাতের কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এ স্বার্থপরতার ফলেই ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুটি শহর (হিরোশিমা ও নাগাসাকি) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। মারা যায় কয়েক কোটি মানুষ। জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

ঘ প্রেক্ষাপট–২ এ ১৯৩৯–১৯৪৫ পর্যন্ত সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে জাতিসংঘের সৃষ্টি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শংকিত ও হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে। এছাড়া তারা অনুভব করে, মানবকল্যাণের জন্য যুদ্ধকে পরিহার করতে হবে। দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। ফলে ১৯৪১ সাল থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ–আলোচনার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা–পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ সার্ক

শরিফার বড় মামা এমন একটি আঞ্চলিক সংস্থার কর্মকর্তা যে সংস্থাটির উদ্যোক্তা বাংলাদেশ আর প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয় ঢাকা থেকে। শরিফা ইতিকে বলছে– বড় মামা প্রতি বছরই এ সংস্থাটির শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। তিনি কাঠমুন্ডুতে কর্মরত।

ক. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? ১
খ. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান কতটুকু? ২
গ. শরিফার মামা কোন সংস্থায় কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সংস্থাটি তার লক্ষ্যপূরণে কতটুকু সফল তা মূল্যায়ন কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

খ জাতিসংঘের নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রতি বাংলাদেশের রয়েছে এক অপূর্ব আনুগত্য। তাই জাতিসংঘের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও জোয়ান আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি পূর্ব ইউরোপের কসোভো–বসনিয়ার মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

গ শরিফার মামা সার্কের সচিবালয়ে কর্মরত। উদ্দীপকে দেখা যায়, শরিফার মামা যে সংস্থায় কর্মরত তার উদ্যোক্তা বাংলাদেশ। উদ্যোক্তা হিসেবে আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরু হয়। আবার সার্কের শীর্ষ সম্মেলন প্রতিবছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও নানা কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। উদ্দীপকের শরিফার মামা প্রতিবছরই এ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন এবং তিনি কাঠমুন্ডুতে কর্মরত। এ তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তিনি সার্ক সচিবালয়ে কর্মরত যা নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত।

ঘ সার্ক অনেক ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রায় ২২ বছর অতিক্রম করেছে। সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করার সময় এখনও হয়নি। তবে সার্কের সাফল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সার্ক গঠিত হয় তার অধিকাংশ সফল হয়নি। তবে ইতোমধ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম, কৃষি ও বনজসম্পদ, আবহাওয়া, ডাক যোগাযোগ ও পল্লি উন্নয়ন, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও এর অপব্যবহার প্রতিরোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, টেলিযোগাযোগ, পর্যটন, পরিবহন, উন্নয়নে নারীসমাজ এবং সাপটার আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়েছে। শুধু সহযোগিতা সম্প্রসারণই নয়, সদস্য দেশের সরকারপ্রধানদের এক টেবিলে বসার পরিবেশও সার্কের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্ক গঠিত। সার্ক তার লক্ষ্য অর্জনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলোর পথ দেখিয়েছে।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ জাতিসংঘের গঠন

ক. শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত ছিল? ১
খ. জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার পরিচয় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্রের প্রতীকটি কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে এবং তা কোথায় বিশেষভাবে অঙ্কিত থাকে; পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার গঠন আলোচনা কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০।

খ বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। আর জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছেন এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। বর্তমান মহাসচিবের নাম বান কি মুন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী। মহাসচিবের নেতৃত্বেই জাতিসংঘের সকল কার্যাবলি সম্পন্ন হয়।

গ চিত্রে জাতিসংঘের প্রতীক প্রদর্শিত হয়েছে। জাতিসংঘের এ প্রতীকটি বিশেষভাবে জাতিসংঘের পতাকায় অঙ্কিত থাকে। পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনায় তাই পাওয়া যায়। জাতিসংঘের পতাকাটি হালকা নীল রঙের। মাঝখানে সাদা জমিনের মধ্যে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র রয়েছে। এর দুপাশ দুটি জলপাই পাতার ঝাড় দিয়ে বেষ্টিত।

ঘ জাতিসংঘের মোট ছয়টি সংস্থা বা শাখা আছে। এগুলো হলো :

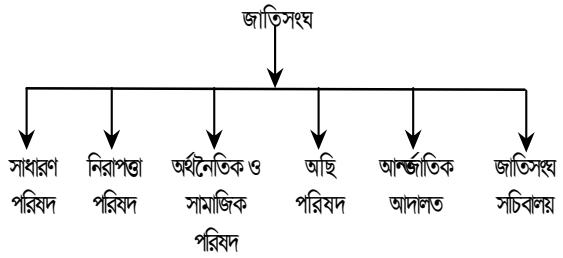

১. **সাধারণ পরিষদ :** সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা রক্ষায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
২. **নিরাপত্তা পরিষদ :** জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। এটি জাতিসংঘের শাসনবিভাগস্বরূপ।
৩. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ :** বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
৪. **অছি পরিষদ :** বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের।
৫. **আন্তর্জাতিক আদালত :** বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আদালত

গঠন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে অবস্থিত।

৬. **জাতিসংঘ সচিবালয় :** সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও যোগাযোগসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

এছাড়া জাতিসংঘের রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার মধ্যে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, বিশ্বখাদ্য সংস্থা, বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি উলেরখযোগ্য।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ

'ক' চিহ্নিত জাতিসংঘের গুরবত্বপূর্ণ একটি শাখার কার্যাবলির তালিকা দেওয়া হলো :

'ক' শাখা
১. মহাসচিব নিয়োগ
২. নতুন সদস্য গ্রহণ

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? ১

খ. জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক কয়েকটি সংস্থা উলেরখ কর। ২

গ. 'ক' শাখাটির পরিচয় প্রদানপূর্বক গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'ক' শাখাটির কার্যাবলি বিস্তারিত আলোচনা কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন থিওডর রবজভেল্ট।

খ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক সংস্থা রয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার মধ্যে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, বিশ্ব খাদ্যসংস্থা, বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি উলেরখযোগ্য।

গ 'ক' শাখাটি হচ্ছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদই পাঁচ বছরের জন্য মহাসচিব নিয়োগ করে এবং নতুন সদস্য গ্রহণ করে। উদ্দীপককে যা 'ক' শাখাটিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ হিসেবে সাব্যস্ত করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গঠিত হয় সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে। অর্থাৎ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরবতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোট দানের অধিকার আছে।

ঘ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিতর্ক সভা হিসেবে বিশ্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে। বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা রৰা করাও সাধারণ পরিষদের কাজ। তাই যে–কোন রাষ্ট্র বা সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ক সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করা যায়। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করতে পারে সাধারণ পরিষদ। এমনকি বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচার–আচরণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের প্রসার ঘটাতে পারে। জাতিসংঘের অন্যান্য শাখার কার্য্যের অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য শাখাগুলো সাধারণ পরিষদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করে। সাধারণ পরিষদ উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরীৰা–নিরীৰা করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে যেকোন রাষ্ট্রকে নতুন সদস্যরূ পে গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি পুরাতন যেকোন সদস্য রাষ্ট্রকে সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে। পরিষদটি কিছু কিছু অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে। জাতিসংঘের বাজেট পাস করা এর অন্যতম কাজ। এছাড়াও, সংস্থার বাজেট পরীৰা–নিরীৰাসহ অনুমোদন করে। পাশাপাশি সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ স্থির করে। নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাও প্রধান কার্যসমূহের একটি। জাতিসংঘের মহাসচিব, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জন্য ১০ জন অস্থায়ী সদস্য, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য এবং অছি পরিষদের কতিপয় সদস্য নির্বাচন করা এর অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার লৰ্যে সাধারণ পরিষদ অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক ছিন্ন হলে সংস্থাটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতিতে আমরা প্রায়ই দেখি ইসরাইল গাজায় ব্যাপক বিমান হামলা করে। এতে অসংখ্য বেসামরিক লোক, নারী ও শিশু নিহত হয়। জাতিসংঘ ইসরাইলের এই হামলা বন্ধের আহ্বান জানায়। ইসরাইল হামলা বন্ধ না করলে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেওয়ায় প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

ক. ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? ১

খ. কমনওয়েলথ বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে সহায়তা করেছিল? ২

গ. অনুচ্ছেদে জাতিসংঘের কোন সংস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার গঠন পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

খ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে। ব্রিটেনের প্রচারমাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পৰে জনমত সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশও বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে। কমনওয়েলথভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোককে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছে।

গ অনুচ্ছেদে জাতিসংঘের সর্বাপেৰা গুরবত্বপূর্ণ শাখা নিরাপত্তা পরিষদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদে গাজায় ইসরাইলের চালানো নৃশংস বিমান হামলা বন্ধে জাতিসংঘের প্রস্তাব এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভেটো দ্বারা তা বাতিল হওয়ার মধ্যে জাতিসংঘের শাসন বিভাগস্বরূ প নিরাপত্তা পরিষদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মুখ্য দায়িত্ব এ সংস্থাটির ওপর ন্যস্ত রয়েছে বলে একে

নিরাপত্তা পরিষদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও কার্যকরী সভা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। সমঝোতা বিধানে ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ অনুচ্ছেদে গাজায় মানবিকতা বর্জিত বিমান হামলা পরিচালনাকারী ইসরাইলের অনুরূ প বিশ্বের আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরবদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, অনুচ্ছেদে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নামক শাসন বিভাগকেই সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ ভেটো ৰমতাপ্রাপ্ত ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে অনুচ্ছেদে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নামক সংস্থাটি গঠিত। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নামক সংস্থাটি জাতিসংঘ সনদের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন– এই পাঁচটি হলো স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র। আর অন্য ১০টি হলো অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র, যারা দু'বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই–তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত হয়। তবে বিদায়ী সদস্য পুনরায় নির্বাচিত হতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের উক্ত পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যেকের 'ভেটো' বা কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ৰমতা আছে। এই ভেটো ৰমতা প্রয়োগ করেই অনুচ্ছেদে ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের সাম্প্রতিক নৃশংস বিমান হামলা বন্ধে জাতিসংঘের উত্থাপিত প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্র বাতিল করেছে। ভেটো ৰমতার অধিকারী নিরাপত্তা পরিষদের উক্ত পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রকে বৃহৎ পঞ্চশক্তি নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা এদের সমর্থন ব্যতীত কোনো প্রস্তাবই নিরাপত্তা পরিষদে পাস হতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, নিরাপত্তা পরিষদ হলো জাতিসংঘের প্রাণস্বরূ প। সনদ অনুযায়ী যা উক্ত সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রৰায় একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা হিসেবে এ পরিষদ সার্বৰণিক কর্মরত থাকে।

প্রশ্ন– ৯ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

সাদেকুল দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল হোসেনাবাদের বাসিন্দা। স্বাধীনতার পর থেকে এখানে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি। এলাকার নিরৰর মানুষগুলো খাদ্য, শিৰা, চিকিৎসাসহ নানা সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সম্প্রতি জাতিসংঘ এলাকাটির মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজ শুরব করে। সেখানে কৃষি ও শিৰার প্রসার, চিকিৎসা ও মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করতে জাতিসংঘ পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দেয়। সাদেকুল তাই শেষ বয়সে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে।

ক. সার্ক দৰিণ এশিয়ার দেশগুলোর কত কোটি জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক? ১

খ. জাতিসংঘ শান্তিরৰী বাহিনীতে বাংলাদেশের মর্যাদা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদেকুলের এলাকার উলিৱখিত কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের কোন পরিষদের কার্যাবলির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিষদের গঠন পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক দৰিণ এশিয়ার দেশগুলোর ১৫০ কোটি জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

খ জাতিসংঘ শান্তিরৰী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জাতিসংঘের শান্তিরৰী বাহিনীতেও কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরেকটি স্বীকৃতি, যা দেশের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরৰীদের 'The Cream of UN Peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে।

গ সাদেকুলের এলাকার উলিৱখিত কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলির প্রতিফলন ঘটেছে। জাতিসংঘের ছয়টি মূল সংস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অন্যতম। এ পরিষদ জাতিসংঘের রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক পদৰেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ৰেত্রে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনই হলো এই পরিষদের কাজ। অনুচ্ছেদে উলিৱখিত হোসেনাবাদ নামক এলাকাটির মতো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, খাদ্য, কৃষি ও শিৰার প্রসার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশ্বব্যাপী সম্পাদন করে থাকে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। তাই একথা সন্দেহাতী ভাবে বলা যায় যে, সাদেকুলের এলাকায় উলিৱখিত কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলির–ই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতিসংঘের একটি গুরবত্বপূর্ণ শাখা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত ৫৪টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এই সংস্থাটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে ৩ বছরের জন্য এ পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন। বছরে অন্তত তিনবার এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দানের অধিকার আছে। প্রয়োজনবোধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে এ পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। ১৫টি বিশেষ সংস্থার ১২টি কমিশন ও ৫টি সাব কমিশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ব্যাপক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে জাতিসংঘের উক্ত পরিষদটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রশ্ন– ১০ জাতিসংঘের অছি পরিষদ

দীর্ঘদিন ধরে 'X' ভূখণ্ড নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূ পলাভ করতে পারেনি। 'X' ভূখণ্ডের সরকার তাদের স্বাধীনতার দাবি কার্যকর করতে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করে। জাতিসংঘ এলাকাটিকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার উপযোগী করতে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়।

ক. প্রতিবছর কাদের নিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. অছি পরিষদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'X' ভূখণ্ডটিকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার উপযুক্ত করতে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তোলাই জাতিসংঘের একমাত্র

কাজ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের নিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

খ বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বহীন এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসনৰমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এর সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'X' ভূখণ্ডটিকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার উপযোগী করে তুলতে জাতিসংঘের অছি পরিষদ নামক সংস্থাটি কাজ করছে। জাতিসংঘের অছি পরিষদ এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত সংস্থা বা পরিষদ। বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, জাতিসংঘ সনদে তাদেরকেই অছি এলাকা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের উলিৱখিত 'X' অছি এলাকা। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং জনগণকে শিৰা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে জাতিসংঘের এ সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করছে। এছাড়া অছিভুক্ত এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অছি এলাকার জনগণের আবেদন ও অভিযোগ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অছি এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা দেখা ও প্রতিবেদন পেশ করাও অছি পরিষদের দায়িত্বের আওতাভুক্ত। তাই, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'X' ভূখণ্ডটিকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার উপযোগী করতে জাতিসংঘের অছি পরিষদ কাজ করছে।

ঘ আমি মনে করি, উদ্দীপকে উলিৱখিত কাজটি জাতিসংঘের একমাত্র কাজ নয়। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি অদ্বিতীয় সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা–পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জন্ম নেয়া এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি পাঁচটি প্রধান অঙ্গ ও একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে গঠিত। এই ছয়টি সংস্থা বা শাখার মধ্যে অছি পরিষদ একটি অন্যতম শাখা। উদ্দীপকে উলিৱখিত কাজটি ছাড়াও বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রৰা এবং দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতিসংঘ বিভিন্ন পদৰেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। আইনসভা নামে পরিচিত সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে। আর শাসন বিভাগ স্বরূ প নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রৰার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করে দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদটি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ করছে। পাশাপাশি 'X' ভূখণ্ডের অনুরূ প বিশ্বে অছি এলাকাগুলোকে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে জাতিসংঘের অছি পরিষদ কর্মরত। পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বের অছি অঞ্চলগুলোকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য উপযোগী করে তোলা হলো জাতিসংঘের সামগ্রিক কার্যাবলির অংশবিশেষ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ৰেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘ আরও অনেক কার্য সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন– ১১ আন্তর্জাতিক আদালত

সম্প্রতি বাংলাদেশ মিয়ানমারের বিরবদ্ধে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা জয় করে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করে তা নিজেদের বলে দাবি করে। বাংলাদেশ তাদের প্রাপ্য অঞ্চল ফিরে পাওয়ার জন্য নেদারল্যান্ডের দি হেগ–এ জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত একটি সংস্থায় আবেদন করে। সংস্থাটি উভয় পৰের যুক্তি শুনে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য অঞ্চল ফেরত দেওয়ার পৰে রায় দেয়।

ক. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন কোনটি? ১
খ. সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বাংলাদেশের ভূমিকা কী? ২
গ. বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘের কোন পরিষদ কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বশান্তি রৰায় উক্ত সংস্থার ভূমিকা বিশেৱষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো কমনওয়েলথ।

খ সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরব হয়।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত বিবাদের স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধানে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত নামক পরিষদটি কাজ করেছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিচারালয় খ্যাত আন্তর্জাতিক আদালত হলো জাতিসংঘের এমন একটি শাখা বা পরিষদ, যা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিবদমান বিষয়ের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে থাকে। ৯ বছরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের এই সংস্থাটির সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে অবস্থিত। উদ্দীপকে দেখা যায়, মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করে তা নিজেদের বলে দাবি করে। এ নিয়ে বাংলাদেশ–মিয়ানমার বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র কোনো বিষয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়লে আবেদনের প্রেৰিতে এর সুষ্ঠু মীমাংসা করা হয় আন্তর্জাতিক আদালতে। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ বিচারালয়, যেখানে জাতিসংঘের যেকোনো সদস্যরাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরবদ্ধে অভিযোগ এনে বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আর এই জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশ তার প্রাপ্য সমুদ্রসীমা ফেরত পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিরবদ্ধে মামলা করে। আদালত উভয় পৰের যুক্তিতর্ক শুনে আন্তর্জাতিক আইনের যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলাদেশের পৰে রায় দেয়। তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত নামক পরিষদটি কাজ করেছে।

ঘ বিশ্বশান্তি রৰায় আন্তর্জাতিক আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশ–মিয়ানমারের দীর্ঘদিনের বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক আদালত বিশ্বে

শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি রৰায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। কেননা, আন্তর্জাতিক আদালত যদি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মতো বিশ্বের বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান না করত, তাহলে রাষ্ট্রগুলো কোনো কোনো ৰেত্রে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বা ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হতো। এছাড়াও জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে মামলা হলে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে আন্তর্জাতিক আদালত তার মীমাংসা প্রদান করে। উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদালত বর্তমানে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক আদালতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনুচ্ছেদে উলিৱখিত বাংলাদেশ–মিয়ানমার বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান জাতিসংঘের এই সংস্থাটির অপরিহার্যতাকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ জাতিসংঘ

দৰিণ কোরিয়ার নাগরিক বান কি মুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসেবে কর্মরত। উক্ত সংস্থা কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়। এরূ প একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান নির্বাহী নিযুক্ত হওয়ায় তার দেশ তাকে সংবর্ধনা দেয়।

ক. ওআইসির সদর দপ্তর কোথায়? ১

খ. সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত প্রধান নির্বাহীর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশেৱষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত।

খ সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশই সার্কের উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের উদ্যোগেই ১৯৮৫ সালে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরব হয়। সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সার্কের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ও গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসার সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রৰা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরূ প আরো বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের আন্তর্জাতিক সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব তথা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দৰিণ কোরিয়ার নাগরিক বান কি মুন জাতিসংঘের সকল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। জাতিসংঘ সচিবালয় হলো জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক শাখা বা বিভাগ। মহাসচিব, কয়েকজন উপসচিব, অধস্তন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত এ বিভাগটির প্রধান কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। আর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি জাতিসংঘের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। সচিবালয়ের যাবতীয় কাজ তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদেরও প্রধান হিসেবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া সকল শাখায় লোক নিয়োগ ও সকল শাখার অধিবেশন অনুষ্ঠানের দায়িত্বও তার। তাছাড়া জাতিসংঘের বাজেট তৈরি, অছি এলাকার রিপোর্ট তৈরি, সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাঁদা আদায় ইত্যাদি কাজ তার নির্দেশনায় হয়ে থাকে। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত। সর্বোপরি, জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সচিবালয়ের অন্যান্যদের সহযোগিতায় মহাসচিব জাতিসংঘের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের অত্যন্ত গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদলাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। আবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সাহায্য প্রদান, ২১ ফেব্রবয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা, ১৯৯১ সালে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমারের শরণার্থী সমস্যার সমাধান এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ–মায়ানমার সমুদ্রসীমার বিরোধ মীমাংসা উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো জোরদার করেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘের সাথে বংলাদেশের সম্পর্কের বীজ অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এ পর্যন্ত দুই বার অস্থায়ী পরিষদের সদস্যপদ লাভ, জাতিসংঘের ৪ জন মহাসচিবের ৫ বার বাংলাদেশ সফর এবং জাতিসংঘ শান্তিরৰী মিশনে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের শীর্ষস্থান দখল–জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্কের মাত্রাকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সনদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য দেশের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ব নিরাপত্তায় কাজ করা। বিশ্বকে নিরাপদ বসবাসের উপযোগী করা। এ লৰ্যে বর্তমান বিশ্বের চারটি মহাদেশে ১৫টি দেশের ১৬টি মিশনে এক লৰাধিক শান্তিরৰী নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরৰী প্রেরণকারী দেশ।

ক. জাতিসংঘের কোন শাখা শাসন বিভাগস্বরূ প? ১

খ. জাতিসংঘ সচিবালয়ের গঠন উলেৱখ কর। ২

গ. উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশ উক্ত সংস্থায় শুধু অবদানই রেখে যাচ্ছে? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ শাসন বিভাগস্বরূ প।

খ জাতিসংঘের সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। মহাসচিব, কয়েকজন উপসচিব, অধস্তন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। তিনি জাতিসংঘেরও মহাসচিব। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো জাতিসংঘে বাংলাদেশের অবদান। উদ্দীপকে দেখা যায় বিশ্বনিরাপত্তার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের চারটি মহাদেশে ১৫টি দেশের ১৬টি মিশনে এক লক্ষাধিক শান্তিরক্ষী নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। এ বিষয়টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রায় ১১,০০০ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের 'The Crean of UN Peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে।

ঘ উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থায় অর্থাৎ বাংলাদেশ যে জাতিসংঘে শুধু অবদানই রেখে যাচ্ছে তা নয়; বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিকট থেকে অনেক কিছু অর্জনও করেছে। জাতিসংঘের নিকট থেকে বাংলাদেশের অর্জনগুলো উল্লেখ করা হলো : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য–সহযোগিতা করেছিল। ১৯৯১ সালে মিয়ানমারের লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করলে তাদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রদান এবং তাদের নিজ দেশে ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে জাতিসংঘ বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করে। জাতিসংঘ 'ভাষা ও শহিদ' দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশুমৃত্যু হ্রাস, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ কমনওয়েলথ

আগে মাহমুদপুর, খাগকান্দা, উচিতপুরসহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন উচিতপুর নামে পরিচিত ছিল। একজন মাত্র চেয়ারম্যান পুরো এলাকা শাসন করত। পরবর্তীতে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে তারা নির্দিষ্ট এলাকায় নিজস্ব নামে ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এসব ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য উচিতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সকলকে একত্রিত করে একটি সহযোগী সংগঠন করেন। আর্থসামাজিক স্বার্থরক্ষা এ সংঘের মূল লক্ষ্য।

ক. কখন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ জন্মলাভ করে? ১
খ. জাতিসংঘ সচিবালয়ের গঠন উল্লেখ কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির মিল রয়েছে তার স্বরূপ উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের সাথে উক্ত সংস্থার সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ জন্মলাভ করে।

খ জাতিসংঘ সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। মহাসচিব, কয়েকজন উপসচিব, অধস্তন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। তিনি জাতিসংঘেরও মহাসচিব। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকের সাথে উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে কমনওয়েলথের মিল রয়েছে। এক সময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও তার অধীনতা থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে কমনওয়েলথ। ব্রিটেন এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটেন ও এর পূর্বতন অধীনস্থ দেশসমূহ এর সদস্য। তবে কোনো রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে কমনওয়েলথের সদস্য নাও হতে পারে। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, মাহমুদপুর, খাগকান্দা, উচিতপুরসহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন উচিতপুর নামে পরিচিত ছিল। একজন মাত্র চেয়ারম্যান পুরো এলাকা শাসন করত। পরবর্তীতে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে তারা নিজস্ব নামে ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এসব ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য উচিতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সকলকে একত্রিত করে একটি সহযোগী সংগঠন করেন, যা কমনওয়েলথের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশও বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য–সহযোগিতা করেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোককে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছে। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের প্রতি উদার মনোভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ পায়। কমনওয়েলথ ও এর সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে এর প্রতিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। এর ফলে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ কমনওয়েলথ

বাংলাদেশের মেয়ে রোজানা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ভারতে অধ্যয়ন করছে। সে তার ভারতীয় বান্ধবী রোজাকে বলে আমাকে বৃত্তি দেওয়া সংস্থাভুক্ত রাষ্ট্রগুলো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিরীহ জনগণকে খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে। যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের রাস্তাঘাট সংস্কার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, সেতু–কালভার্ট নির্মাণসহ কৃষির আধুনিকীকরণে সংস্থাটি সাহায্য অব্যাহত রেখেছে।

ক. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কয়টি? ১
খ. কমনওয়েলথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রোজানার বৃত্তিদাতা সংস্থা পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার গঠন আলোচনা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র ১০টি।

খ কমনওয়েলথের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্ক রক্ষা। এই সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান–প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশগুলোর অগ্রগতি সাধন করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

গ রোজানার বৃত্তিদাতা সংস্থা পাঠ্যবইয়ের কমনওয়েলথ সংস্থার ইঙ্গিত করছে। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। এর ফলে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। উদ্দীপকে উলিরখিত বাংলাদেশের মেয়ে রোজানাও কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ভারতে অধ্যয়ন করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্রিটেন ছাড়াও কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশও বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোককে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছিল। অন্যান্য সদস্য ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল যা উদ্দীপকে বর্ণিত রোজানাকে বৃত্তি দানকারী সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা হলো কমনওয়েলথ। আমরা জানি, একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে কমনওয়েলথ। ব্রিটেন এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটেন ও এর পূর্বতন অধীনস্থ দেশসমূহ এর সদস্য। তবে কোনো রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে কমনওয়েলথের সদস্য নাও হতে পারে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। কমনওয়েলথ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে এর নাম ছিল 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস'। পরবর্তীকালে 'ব্রিটিশ' কথাটি বাদ দেওয়া হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব সচিবালয় আছে। সচিবালয়ের প্রধানকে বলা হয় 'মহাসচিব'। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। প্রতি দুই বছর পর পর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন– ১৬ ওআইসি

ক. ওআইসি কবে গঠিত হয়? ১
খ. কমনওয়েলথ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রতীকটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচয় বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থা সৃষ্টির প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ওআইসি গঠিত হয়।

খ কমনওয়েলথ হচ্ছে সেসব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একটি স্বেচ্ছামূলক সংস্থা, যে রাষ্ট্রগুলো এক সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। ব্রিটেন তার সাবেক উপনিবেশগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কমনওয়েলথ গঠন করেছে। কমনওয়েলথের মূল লক্ষ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা জোরদার করা। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য সংখ্যা ৫৩।

গ উদ্দীপকের প্রতীকটি বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলো নিয়ে গঠিত 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' (ওআইসি) নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটির পরিচয় বহন করে। বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি, যার পুরো নাম Organization of Islamic Co- operation, বাংলায় 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা'। প্রতীকটিতে দেখা যায়, একটি বিশ্বমানচিত্রের গেরাব, তার উপর বাঁকা চাঁদের মধ্যে আলরাহু আকবর লেখা। চতুর্দিকে বাম ও নিচের অংশে তিনটি ভাষায় ঘুরিয়ে লেখা রয়েছে ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE আন্তর্জাতিক 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' বা পাঠ্যবইয়ে উলিরখিত ওআইসির প্রতীক এটিই। অর্থাৎ প্রতীকটি আন্তর্জাতিক "ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা" বা ওআইসির পরিচয় বহন করে।

ঘ বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি। বাংলায় একে বলা হয় 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা'। আমরা জানি, দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইসরাইল ও এর পশ্চিমা বিশ্বের মিত্রদের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরোধ চলে আসছে। এ বিরোধের একপর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল অতর্কিতে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এর তীব্র নিন্দা জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিসরে ১৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানদের নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে

ওআইসি গঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমানকে ওআইসির প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব নিযুক্ত করা হয়। এভাবেই শুরু হয় ওআইসির যাত্রা। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩। বর্তমান ওআইসির সদস্যসংখ্যা ৫৭। বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রই এর সদস্য। ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা

হাজি নুরুজ্জামান নুরপুর এলাকার একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। এলাকার মুসলমানদের কল্যাণে তিনি অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে 'মুসলিম উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব রক্ষা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করে।

ক. ইসরাইল মুসলমানদের সাথে বিরোধের জেরে কোথায় অগ্নিসংযোগ করে? ১

খ. সার্ক–এর গুরুত্ব উল্লেখ কর। ২

গ. নুরপুরের হাজি নুরুজ্জামানের গঠিত সংগঠন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিভূ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার পক্ষে বাংলাদেশের অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসরাইল মুসলমানদের সাথে বিরোধের জের ধরে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে।

খ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় দেড়শ কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়াই দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে। দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারে। সার্কভুক্ত দেশগুলো খাদ্য সংকট মোকাবিলা করার জন্য একটি 'খাদ্য নিরাপত্তা মজুত' গড়ে তোলার পরিকল্পনা সার্কের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

গ উদ্দীপকের নুরুজ্জামানের গঠিত 'মুসলিম উন্নয়ন সংস্থা'টি 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির প্রতিভূ। বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' (ওআইসি)। বিশ্বের প্রায় ১২০ কোটি মুসলমানের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক এই সংগঠনটির মূল আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ২৩টি রাষ্ট্র নিয়ে 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' গঠিত হয়। উদ্দীপকে নুরপুর এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি হাজি নুরুজ্জামান মুসলমানদের কল্যাণে অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে 'মুসলিম উন্নয়ন সংস্থা' নামে যে সংগঠনটি গঠন করেছেন, তা মুসলমানদের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' (ওআইসি)র প্রতিনিধিত্ব করছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য। সুতরাং উদ্দীপকের হাজী নুরুজ্জামানের গঠিত সংস্থাটি ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা 'OIC'– এর প্রতিভূ।

ঘ উক্ত সংস্থা তথা বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম সংগঠন 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা'র পক্ষে বাংলাদেশের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির সদস্যপদ পায়। এই সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুরু থেকে বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশকে এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গ সংগঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে। ইরান–ইরাক যুদ্ধ বন্ধে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়েছে। বসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার পর থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ বাংলাদেশ ও ওআইসি

বাংলাদেশের জসিম সৌদি আরবের জেদ্দায় কর্মরত। সেখানে একদিন সে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর দেখতে পায়। সেখানে বাংলাদেশের পতাকা দেখে সে সংস্থাটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়। সে জানতে পারে বাংলাদেশ উক্ত সংস্থার সদস্য। সে আরও জানতে পারে তার ছোট ভাই নাদিম গাজীপুরে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তা এ সংস্থার আর্থিক সহায়তায়ই পরিচালিত হচ্ছে।

ক. ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য কী? ১

খ. পাকিস্তান কমনওয়েলথের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জসিম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের দেশের গঠন ও উন্নয়নে উক্ত সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য।

খ কমনওয়েলথ ও এর সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের প্রতি উদার মনোভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ পায়। এর প্রতিবাদে পাকিস্তান কমনওয়েলথ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়।

গ জসিম ইসলামি আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসির সদর দপ্তরে গিয়েছিল। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। জসিম জেদ্দাতেই এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে গিয়েছিল যার সদস্য বাংলাদেশ। আবার উদ্দীপকে দেখা যায় জসিমের ভাই নাদিম গাজীপুর যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তা উক্ত সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত। আমরা দেখি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করে আসছে। গাজীপুরে অবস্থিত 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি' ওআইসির আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। নাদিমও এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে থাকবে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, জসিম ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির সদর দপ্তরে গিয়েছিল।

ঘ বাংলাদেশের উন্নয়নে ওআইসি এদেশের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির সদস্যপদ পায়। এই সদস্যপদ

লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এর সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভেও সমর্থ হয়েছে। ওআইসির সদস্যপদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা পেয়েছে। তবে সবচেয়ে উলেরখযোগ্য হচ্ছে, তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তি রপ্তানি যা কর্মসংস্থানসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিৰা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ৰেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করে আসছে। উদ্দীপকে উলিরখিত গাজীপুরের 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি' ওআইসির শিৰাৰেত্রে ভূমিকা রাখার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এভাবে বাংলাদেশের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এদেশের গঠন ও উন্নয়নে ওআইসি গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ সার্ক গঠনের লৰ্য ও উদ্দেশ্য

জনাব আতিক তার ইউনিয়নের সবগুলো গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে সবগুলো গ্রামের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা।

ক. সার্কের সর্বশেষ সদস্য কোন রাষ্ট্র? ১
খ. কোন লৰ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আতিকের উদ্দেশ্যের সাথে কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আঞ্চলিক সংস্থার উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত– বিশেরষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র আফগানিস্তান।

খ দৰিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরৰরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এসব দেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লৰ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়।

গ জনাব আতিকের উদ্দেশ্যের সাথে আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। সার্ক গঠনের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। যেমন : সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা। জনাব আতিকও তার ইউনিয়নে এরূ প উদ্দেশ্যেই একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। সুতরাং জনাব আতিকের উদ্দেশ্যের সাথে সার্কের মিল রয়েছে।

ঘ সার্কের উদ্দেশ্য আরও অনেক বিস্তৃত। সার্ক গঠিতই হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য। সীমিত ৰেত্রে এর উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ নয়। যেমন : উদ্দীপকে নির্দেশিত সার্কের উদ্দেশ্যগুলো ছাড়াও সার্কের লৰ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে–

১. দৰিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদৰেপ গ্রহণ করা।
২. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;
৪. অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লৰ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া।
৫. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা।
৬. দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা।
৭. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তৰেপ না করা।

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ জাতিসংঘের গঠন ও বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক

১৯৩৯–১৯৪৫ : বিশ্ব প্রত্যৰ করল মানবসভ্যতা ধ্বংস করতে অতিপ্রাকৃতিক কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে হতবাক হলো বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। শঙ্কিত নেতারা একমত ও একজোট হয়ে যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লৰ্যে একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে মহাসচিব বলা হয়।

ক. ওআইসির সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উলেরখ কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলা হয়েছে? সংগঠনটির মহাসচিবের দায়িত্ব বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত।

খ ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরব হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। রাষ্ট্রগুলো হলো– বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

গ উদ্দীপকে জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলা হয়েছে। কেননা জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে মহাসচিব বলা হয়। জাতিসংঘের মহাচিবকে কেন্দ্র করে এর সচিবালয়ের যাবতীয় কাজ আবর্তিত হয়ে থাকে। তিনি সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের মহাসচিব হিসেবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া সকল শাখায় লোক নিয়োগের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। সকল শাখার অধিবেশন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তার। এছাড়া জাতিসংঘের বাজেট তৈরি, সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, বিভিন্ন শাখার সভা আহ্বান, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি, অছি এলাকার রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি কাজ তার নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব তার।

ঘ মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে জাতিসংঘ বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য–

সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লব্যে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো কাজ করে যাচ্ছে। যেমন : ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশ তা কাটিয়ে উঠতে সৰম হয়। সুতরাং জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিবিড়, শান্তিপূর্ণ এবং উন্নয়নের পথে সহযোগী।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

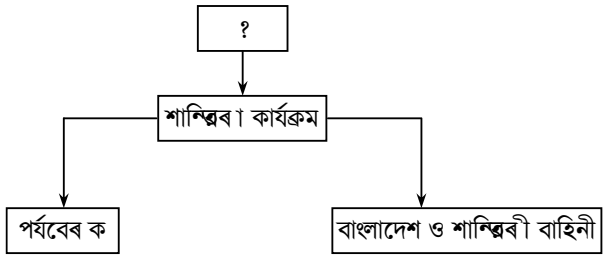

ক. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে কত সালে? ১

খ. সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানের সংস্থাটির শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের দিকগুলো উপস্থাপন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উপস্থাপিত সংস্থাটির শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে।

খ বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম সার্ক গঠনের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়িত হয় নি। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরব হয়। অতএব, সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিবিড়।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ জাতিসংঘের শান্তিরৰা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিশ্ব শান্তিরৰী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ বাংলাদেশ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমেরিকা গমন করেন যে প্রতিষ্ঠানটির সদস্য লাভ করেছিল ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশ ঐ প্রতিষ্ঠানটির সনদের নিয়মকানুন মেনে চলে এবং বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এ প্রতিষ্ঠানটির সদস্য।

ক. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? ১

খ. জাতিপুঞ্জ কীভাবে গড়ে ওঠে? ২

গ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন ঐ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ইতিহাস বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক হৃদয় বিদারক ইতিহাস – পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে ১৯১৪–১৯১৮ সাল পর্যন্ত। এর সাথে বিভিন্ন দেশ জড়িয়ে পড়েছিল। সেজন্য যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলেছে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তারই রেশ ধরে বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বার্থের সংঘাতের ফলে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বাংলাদেশ ও ওআইসির মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ ওআইসি গঠনের পটভূমি বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ একটি সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৫৩। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কৃষি, শিৰা, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

ক. সার্কের প্রধান লব্য কয়টি? ১

খ. জাতিসংঘ শান্তিরৰী বাহিনীতে অবদান রাখায় বাংলাদেশ কী অর্জন করেছে? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে? উক্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত সংস্থার উদ্দেশ্যের সাথে সার্কের উদ্দেশ্যের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের প্রধান লব্য ৮টি।

খ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য আর বাকি দশটি অস্থায়ী সদস্য। এ পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য যেমন– যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। এরা বৃহৎ পঞ্চশক্তি বা পরাশক্তি নামেও পরিচিত। অস্থায়ী সদস্যরা প্রতি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ কমনওয়েলথের গঠন ব্যাখ্যা কর।

ঘ কমনওয়েলথ ও সার্কের লব্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

মিম বিশ্বের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে। সকল ধর্ম ও বর্ণের লোক, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়ে তোলে।

ক. নিরাপত্তা পরিষদ কতটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠে? ১

খ. জাতিসংঘের জন্ম হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিম যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে চান সে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যেক উদ্দেশ্যই জনকল্যাণের জন্য গৃহীত? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু 'লীগ অব নেশনস'–এর ব্যর্থতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আরো একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 'লীগ অব নেশনস' এর ধ্বংসাবশেষের ওপরই গড়ে উঠেছে জাতিসংঘ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ জাতিসংঘের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৫ জাতিসংঘের গঠন ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় এর কার্যক্রমের

জনাব 'ক' তার এলাকায় একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সংগঠনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার সৃষ্টি করা হয়। সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ১৯৩ জন। এই সংগঠনটি এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক. সার্কের পুরো নাম কী? ১

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবইয়ের যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা কতটুকু? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের পুরো নাম হচ্ছে– দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।

খ ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুটি শহর যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। মারা যায় লাখ লাখ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শঙ্কিত ও হতবাক হয়ে যায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জাতিসংঘের গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৬ সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. ওআইসি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. জাতিসংঘের পতাকা দেখতে কীরূপ? ২

গ. দৃশ্যমান যে সংগঠনের তার গঠন কাঠামো লেখ। ৩

ঘ. উক্ত সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যথার্থতা তোমার মতামতের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৯ সালে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতিসংঘের পতাকাটি নীল রঙের, পতাকাটির মাঝখানে সাদা জমিনের মধ্যে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র রয়েছে। এর দুটি পাশে জলপাই পাতার ঝাড় দিয়ে বেষ্টিত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সার্কের গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা কর।

ঘ সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৭ লাহোর প্রস্তাব ও জাতিসংঘ

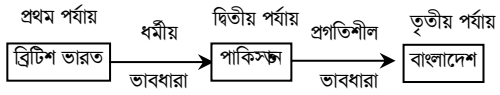

[১০ম ও ১১তম অধ্যায়]

ক. কত সালে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর স্তরগুলোর নাম লেখ। ২

গ. কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়েছিল? ৩

ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট রাষ্ট্রটির গঠনে জাতিসংঘের ভূমিকা না থাকলেও তৃতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট রাষ্ট্রটির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো– ১. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি এবং ৫. সার্ক সচিবালয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত, দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' এর ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ–

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২. এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর–পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেসব স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।
৪. ভারতের নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।
৫. দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়েছিল। মূলত মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র তৈরির দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়।

ঘ ব্রিটিশ ভারত থেকে ধর্মীয় ভাবধারার কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সে সময় জাতিসংঘ গঠিত হয়নি। জাতিসংঘ গঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান থেকে আবার প্রগতিশীল ভাবধারায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট রাষ্ট্রটি হলো পাকিস্তান যার গঠনে জাতিসংঘের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং তৃতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট রাষ্ট্রটি হলো বাংলাদেশ যার গঠনে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য–সহযোগিতা করেছিল। এভাবে জাতিসংঘ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বিশ্বে মহাদেশের সংখ্যা কয়টি?
উত্তর : বিশ্বে মহাদেশের সংখ্যা ৭টি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পৃথিবীতে দেশ কয়টি?
উত্তর : পৃথিবীতে দেশ ১৯৫টি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সার্ক সচিবালয় কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : সার্ক সচিবালয় নেপালে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সার্কের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয় কখন?
উত্তর : সার্কের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সালে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় কত সালে?
উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় ১৯১৪ সালে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় কত সালে?
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় ১৯৩৯ সালে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর : জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ জাতিসংঘের পতাকার রং কী রকম?
উত্তর : জাতিসংঘের পতাকার রং হালকা নীল।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ ওআইসি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ওআইসি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কমনওয়েলথ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : কমনওয়েলথ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ জাতিসংঘের গঠন বর্ণনা কর।
উত্তর : জাতিসংঘ ৬টি পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো সাধারণ পরিষদ। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মৌলিক দায়িত্ব পালন করে নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদ ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এছাড়া রয়েছে অছি পরিষদ, ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক আদালত, কার্যনির্বাহী সংস্থা বা সচিবালয় এবং ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য দেশের সংখ্যা ১৯৩। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বাংলাদেশের জন্য কী সুফল নিয়ে আসবে?
উত্তর : দীর্ঘদিন ধরে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ ছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে উক্ত অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করবে এবং ঐ এলাকার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বাংলাদেশের মালিকানায় ও ভোগে আসবে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে তা ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।
উত্তর : কমনওয়েলথ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান–প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশগুলোর অগ্রগতি সাধন করাই এটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সার্কের গঠন ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। রাষ্ট্রগুলো হলো : বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর আছে। এগুলো হলো : ১. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি, ৫. সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত। এর প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল। প্রতিবছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের নিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় ১৫০ কোটি জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো :
১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।

৪. জাতি–ধর্ম–বর্ণ, ভাষা ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোটদানের অধিকার আছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ জাতিসংঘ সচিবালয়ের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। সচিবালয়ের মহাসচিবকে কেন্দ্র করে এর যাবতীয় কাজ আবর্তিত হয়ে থাকে। তিনি সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের মহাসচিব হিসেবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া সকল শাখায় লোক নিয়োগের দায়িত্বও তার। সকল শাখার অধিবেশন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তার। এছাড়া জাতিসংঘের বাজেট তৈরি, সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, বিভিন্ন শাখার সভা আহ্বান, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি, অছি এলাকার রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি কাজ তার নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব তার। জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। মহাসচিব আসলে জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সচিবালয়ের অন্যদের সহযোগিতায় তিনি এ ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকেন।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কমনওয়েলথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখ।

উত্তর : কমনওয়েলথের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্ক রক্ষা। এই সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশগুলোর অগ্রগতি সাধন করাই এর উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য। এছাড়া ওআইসির আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে।

১. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা।
২. সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩. বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিলোপ করা।
৪. ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা, পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করা।
৫. মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা এবং মুসলিম জাতির সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য সাহায্য করা।
৬. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমর্থন করা।
৭. সংস্থাভুক্ত সকল দেশ ও অন্যান্য দেশের সাথে সৌহার্দ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৮. দেশসমূহের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো এবং
৯. কোনো সংঘর্ষ দেখা দিলে আলাপ–আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপস প্রভৃতির মাধ্যমে এর শান্তিপূর্ণ সমাধান।